কাব্যনাট্য

রবীন্দ্র গুহ

মা, বটবৃক্ষ ও রূপবান অশ্বারোহী

দোলনের ভাবনা

হাইরাইজ বিল্ডিং-এর ছ'ফুট লম্বা মার্বেল বারান্দায় দোলন দাঁড়িয়ে। বর্ণময় বারো-বসন্তের থুকথুকে জ্বলতা রূপ, ঝুনতুর মেজাজি রঙ শরীরময়। ভাবনায় দ্রুত তালবিচ্যুত ধুন্ধলা অদলবদল স্বপ্নাচার। যেমত, সমুদ্রের জলস্তরে মঞ্জুমাছেরা রমণমার্জিত। উহাদের ঘিরে সবুজ হলুদ নীল সাপেরা খেলা করে। দোলনের দ্রববুক, চক্ষে অন্তরিক্ষযান। অধুয়া আঁধারে অজন্তার তিনশ কোটি দেয়াল। মার্বেল অলিন্দে দোলন হাঁটে, দাঁড়ায় --

দোলন : কোন বৃক্ষ, নদী, সাপ, শত্রুর কথা আর ভাববো না। চাঁদ
জ্যোস্নাশূন্য। পরাণ হে, গ্যালাক্সির দিকে তাকাও। সব নগ্ন
তুমি আমি কচি ঘাস ছকরি নদীটি সুহাসিনী গহরজান
আমার মা-ও নগ্ন রূপোলী মাছেদের মতন।

প্রতিদোলন : ঈশ্বরী শুয়ে আছেন মৃত। স্তনদুটির মাঝে, বুকে, গভীর

কুয়াশা। তিনিই কি শ্মশান সুন্দরী তোমার মা ?

দোলন : আমার ফুসফুসে অঢেল প্রীতি ও প্রণয় মদিরা, তারপাশে
বীজআত্মা নির্বিকার। হ্যাঁ,
শ্মশান-সুন্দরী মানেই মা-পাখি স্রোতস্বিনী দেবী --
ছায়ার মধ্যে ছায়া বনজচিহ্ন সমেত পলাশের থিতানো ব্যথা নিগূঢ়
মা মানেই শরীরে চিকনকলা শব্দ, পাথরমূর্তির আয়ুস্কালের ভ্রমণজান
আর উড়তা ঘোড়া -- ঘোড়ার পিঠে কে ? পদ্মনাল রূপবান বালিয়া
যুবক। দোপাট্টা উড়ছে ভৈরবীর --

ঝুঁকে পড়েন বাবা। শ্বেতশূন্যে
জলশঙ্খ খোঁজেন। মা-র
বুকে বিষগন্ধ ধোঁয়া ----

মা : তুমি কেন চকিত অন্যমনা ? যা ভাবছ সত্যই তা নয়। নেহাত-ই
বালিকাবেলার নিশিগন্ধ মাত্র -- হ্যাঁ, একথা সত্যি, তার
আগুনের মতো শিখাশরীর, নীলচোখের সংকেত, কথার
ধ্বনিময়তা বিঁধে আছে আমার বুকে --

বাবা : আজ বড় শীত। দ্যাখো, পাহাড়ে বৃক্ষলতা ঝিমিয়ে রয়েছে,
নাও, শালখানা শরীরে জড়াও। নিজস্ব ভূগোল যা আছে

থাকুক। মর্গের দরজায় পাখিটি উর্ধবাহু বুদ্ধের পোষাকে --

মা : কি আশ্চর্য, তুমি কি ভাবতে পারোনা বিষ্ণুপ্রিয়ার খড়ুটি
গাগরি ভরণ ? দ্রৌপদীর চোখের তৃষ্ণা ? কেঁপে ওঠা শরীর ?

বাবা : সেই কবে দেখেছিলাম রোদ আর মেঘের খেলা সিঁড়ির
চাতালে, এখান শুধুই দুধের স্রোতের মত ঢেউ, সিঁড়ির ধাপে
নাছোড় বৃদ্ধরা -- চলো, গুঁড়ো রক্তের কণিকা কুড়োই।
নতুন চালচিত্র সাজানো হোক --

বাবা দরদালানের দিকে
হেঁটে যান। পিঠে ক্রমাগত
চাবুক। কোনো শব্দ নেই।

দোলন : বাবা একটি বটবৃক্ষ। হ্যাঁ, বাবার কোনো ক্ষোভ নেই। আতঙ্ক
নেই। বাবা কাঁদেন না। বাবা কেন গাছ হলেন ..... ?

বাবা: সেই কবে দেখেছিলাম মেঘ আর রোদের খেলা সিঁড়ির চাতালে
এখন শুধুই দুধের স্রোতের মতো ঢেউ। নাছোড় বৃদ্ধরা আসে, লেজকাটা
ভক্ত কুকুরের কথা বলে, যারা রাজ্য চালায়। ইকড়ি-মিকড়ি বিকেল কেটে
যায় -- গগন ঠাকুরের পুতুল নাচে -- হ্যাঁ চলো, গুঁড়ো রক্তের কণিকা

কুড়োই। আর সেই অশ্বারোহীকে খুঁজি -- সারেঙ্গি বাজায় আশ্চর্য অতিথি।

মা : তুমি কি বোঝো না কি কথায় আমার মন দুষায় ? যেতে চাই না
ধ্বংসের মধ্যে ? যতই নতুনের কথা বলি, তুমি আমাকে টেনে আনো
সেই সুন্দরের কাছে, যা শেষ হয়েও হল না শেষ -- মাঝে মাঝে
ভাবি, এই বারো বসন্তের দিনগুলি কি করে কাটালুম --

বাবা : ঠিক সেই ভাবে, যে ভাবে আমরা ভাবতে ভালোবাসি -- ফুল ফুটুক না ফুটুক
আজ বসন্ত। আমরা ফসিল হয়ে যাই না -- আমরা বাঁচি, মর মর হয়ে
বাঁচি -- ইহাই personal truith -- ব্যক্তিগত সত্য।

বাবা হেঁটে যান দরদালানের
দিকে। পিঠময় সময়ের নীল
বলিরেখা গোটাটাই ব্রেইল

দোলন : বাবা একটি বটবৃক্ষ বটবৃক্ষের কোন ক্ষোভ নেই, আতঙ্ক নেই। বাবারও
কোনও ক্ষোভ নেই আতঙ্ক নেই। বাবা কাঁদেন না। অস্তব্যস্ত হয়ে
ছোটেন না। একটা আঙুল নিয়ে দশটা আঙুলের খেলা
দেখান। প্রজাপতি উড়তে থাকে। দু'পশলা বৃষ্টি হয়ে যায়। দ্রুত
ঝরতে থাকে আঙুলে জড়ানো অভিমান -- শাপলাদানার ভালবাসা।
মাত্রাধিক লম্বা লাল ছায়া আলজিভ অবধি। বটবৃক্ষের শাখায় ঝুমুরেলতা

দোলনের খুব রাগ হয়, দুঃখ
হয়। বাবা কেন বৃক্ষ হলেন ? বাবা
কেন বাঘ হলেন না ? বাবার কথা
ভাবতে ভাবতে দোলন পা রাখে,
পাহাড়ে চলে যায় -- যেখানে
ঘোড়ার পিঠে রূপবান অশ্বারোহী

বাবা : আজকাল তুমি খুব নিশ্চুপ থাকো। এ বছর কোথাও যাওয়া হলো না। কোথায় যেন যাওয়ার ছিল ? সেই বনপাহাড়ে ? কাকে যেন কথা দিয়েছিলে তুমি ?

মা : তুলসী গাছটায় নতুন পাতা এসেছে। এবার ফুল ফুটবে। রূপাপর্ণ --

বাবা : তুলসী গাছে ফুল ? তোমার চিবুক কাঁপছে। বলো।

মা : হ্যাঁ, খুব ছোট ছোট। শুকোলে বীজ বেরোয়।

বাবা : সেই বীজ থেকে চারা জন্মায় ?

মা : হ্যাঁ।

বাবা : হাওয়ায় ওড়ে ? গন্ধ ছাড়ায় ? ভাবতে কি মজা লাগছে !

মা : তুলসীর গন্ধ এলোমেলো করে দেয় মন। তখন …………

বাবা : তখন নিশ্চয়ই কারো কথা মনে পড়ে ? কার ? সেই …….

মা : আবার তোমার সেই নাছোড় গল্প -- উঃ --

বৃত্তের ভিতর বৃত্তের ভূমিকা

এই ভাবেই অস্থিরতা বাড়ে,
মন খারাপের বাঁশি বাজে,
মা এঘর-ওঘর করেন --

মা : যেদিন সে আমাকে চুম্বন করেছিল চাঁদের চুমকি আঁকা মাছ আকাশে উড়েছিল। সেসকল দোলন দেখেছিল। কিছুই গোপন ছিলনা। হেজেলের বনঝোপ পেরোলেই পাহাড়। সেখানে দাঁড়িয়ে 'দ্য আদার সী' 'দ্য আদার সী' বলে দোলন ওড়না উড়িয়েছিল। আরো বলেছিল : ওই দ্যাখো, সাদা মেঘ কালো মেঘ -- আর উরন্ত ঘোড়া -- আর অশ্বারোহী, মুঠোয় তুলোফুল নীল জোনাকি -- সাইকেল ক্রিং, সাইকেল ক্রিং --

একলা হতেই দোলন বুক থেকে বাতাস
ঝরায় -- জলশূন্য, অণু অণু বহুরঙের
আঁচড়। দোলনের বয়েস বারো, শরীরময়
থুকথুকে জ্বলতা রূপ তাল বিচ্যুত ভাবনা
স্বপ্নাচার স্তনের বিভাজনে অঢেল কুয়াশা --
সারাদিন তুই কি করিস দোলন ? পাহাড়ের দিকে চেয়ে বসে
থাকিস ! কি যে দেখিস ! পাখি ? বৃক্ষ লতা ? রোদবৃষ্টির রত্নসাজ ?

দোলন : সে তুমি বুঝবে না। সাজঘরে নিত্য নতুন ভাঁজে সম্রাট সুন্দরী খেলে
মেদ ভাঙার খেলা।
মাঝে মাঝে দপ করে ওঠে গোলাপী শরীর -- ইতুর বুক বেপরোয়া
মায়াতুর তরুকৃষ্ণ বাহুগামিনী -- সেখানে তুমি নেই
অদৃষ্টচর অশ্বটি নেই --
অশ্বারোহী নেই
আছে অন্তকালীন অসম্ভবের লোক কৌতুকমঙ্গল, আর
মিথুনমূর্তি থেকে সাপ --

মা : আমি যাই --

দোলন : না, যেও না। তোমার চোখে থমকে থাকা বিকেল।
সেই পাখির গল্পটা শুনবে না ? পাহাড়ের গায়ে পাহাড় তার

গায়ে পাহাড় তার গায়ে জরাজাপ্টি বৃক্ষলতা। কত ফুল, ফুলের মহক। সেখানে একটা পাথরের ওপর বসে চুল শুকোচ্ছিল একটি বিহঙ্গিনী। মা, আমার গা ছমছম করছে। বেঁচে থাকার জন্য সংসার পাতা কি কঠিন ! ভেতরের দরজাটা একটু খুলে দাও বাবাকে দেখি -- হাইওয়েতে এই মাত্র প্রবল বৃষ্টি হয়ে গেল -- কেউ সিক্ত হল না, কেউ স্নিগ্ধ হল না -- প্রতিদিন, জানো মা, বাবার দেয়া হটব্যাগ নিয়ে ঘুমোই --

মা : নারী মাত্রেই স্তনবতী। আলোকযন্ত্রণা চায়। বলো, সেই পাখির গল্পটা বলো --

দোলন : হ্যাঁ, বলছি। আচ্ছা মা, আমরা কি সবাই ওয়ান্ডারল্যান্ড বার্ডের মতন ? বৃক্ষের শাখায় বসে থাকি ? ঠায় বসে থাকি ? যুগ যুগ ধরে অসুখী বসে থাকি ? আমাদের কোনো কেন্দ্রভূমি নেই ? না, নারী মাত্রেই 'মাদার এন্ড চাইল্ড' পর্ব নয়। নারী মাত্রেই বুভুক্ষু বিপন্নতা --

মা : এবার সেই পাখির গল্পটা বলো --

দোলন : হ্যাঁ, হিজেকে নিজের কাছে তুলে ধরতে নীরবতার মানচিত্র খুবই জরুরি এবং কিছুটা ছলছুতো ! বুকের ভিতর শাদাকাগজে শ্যাওলা ও শঙ্খের

গুঁড়ো। নিংড়ে বেরোয় বেদনা।

মা : এসব তো সেই পাকদণ্ডি পাখিদের কথা ! আমাকে শোনাচ্ছ কেন ? আর ভাল্লাগে না শূন্যতার গল্প।

দোলন : তা ঠিক ! সারাটা জীবন কেটে গেল কথপকথনে। একদিন কি হলো জানো যেখানে টিলার ওপর বসে সুন্দরী বিহঙ্গিনী চুল শুকোচ্ছিল, সেখানে নামল এসে এক বিহঙ্গম। উমনি-ঝুমনি তাকালো বিহঙ্গিনীর দিকে। অজস্র সুখের ধ্বনি রচনা করল। হেমন্ত পেরিয়ে গেল সুখে। বর্ষা এলো দুরন্ত দাপটে। সামনে বিপদ --

বিহঙ্গিনী গৃহস্থালি নিয়ে
ব্যস্ত। সে ভালবাসা ছাড়া
অন্য কোন ভাষা জানে না

বিহঙ্গিনী : কেন ? কিসের বিপদ ?

বিহঙ্গম : মহাসেন আসবে। প্রলয়ংকরী ঝড়, তুফান। চল পালাই।

বিহঙ্গিনী : না, আমি কোথাও যাবো না।

বিহঙ্গম : তাহলে আমি --

সে এক ভয়ংকর ঘূর্ণাবাত
রাতভর নক্ষত্র পতন, বিহঙ্গম
পালাল --

মা : আমি যাই --

দোলন : মহাসেন এলো চলে গেল। সে ফিরে এলো না। বিরান প্রান্তরে বিহঙ্গিনী একা। অফুরান উচ্ছাস নিয়ে এলো আর এক বিহঙ্গম।

মা : আমি যাই --

দোলন : তোমার চোখদুটি বার বার অশ্রুসিক্ত হচ্ছে কেন ? ব্যক্তিগত লজ্জা বড়ই বিড়ম্বনার জানি। ওরা জলঝর্নার কাছে গিয়ে আনন্দে আপ্লুত। এই ভাবেই দিন যায়। মাস যায়। বছর যায়।

মা : আমি যাই --

দোলন : পলাতক বিহঙ্গম নতুন প্রাণস্ফূর্তি নিয়ে ফিরে আসে।

'যাই যাই' করেও মার আর
যাওয়া হয় না। সে এক সময়

আবিস্কার করে তার সমুদয়
কেশ শুভ্র হয়ে গিয়েছে।

দোলন : বাবা মাথা হেঁট করে দেয়ালের দিকে হেঁটে যান। তার চওড়া রক্তাক্ত পিঠ ঘোড়া উড়ছে স্বর্ণচূড়া - পাহাড়ে, শূন্যে পা ফেলে ফেলে। ঘোরার পিঠে রূপবান যুবক। হাতে দণ্ড। মেঘ ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে। মায়ের বুকে শীতশূন্যতা মা কাঁদছে।

নিঃশব্দ চরণে সময় পেরিয়ে যায় সময়ের সেতু।

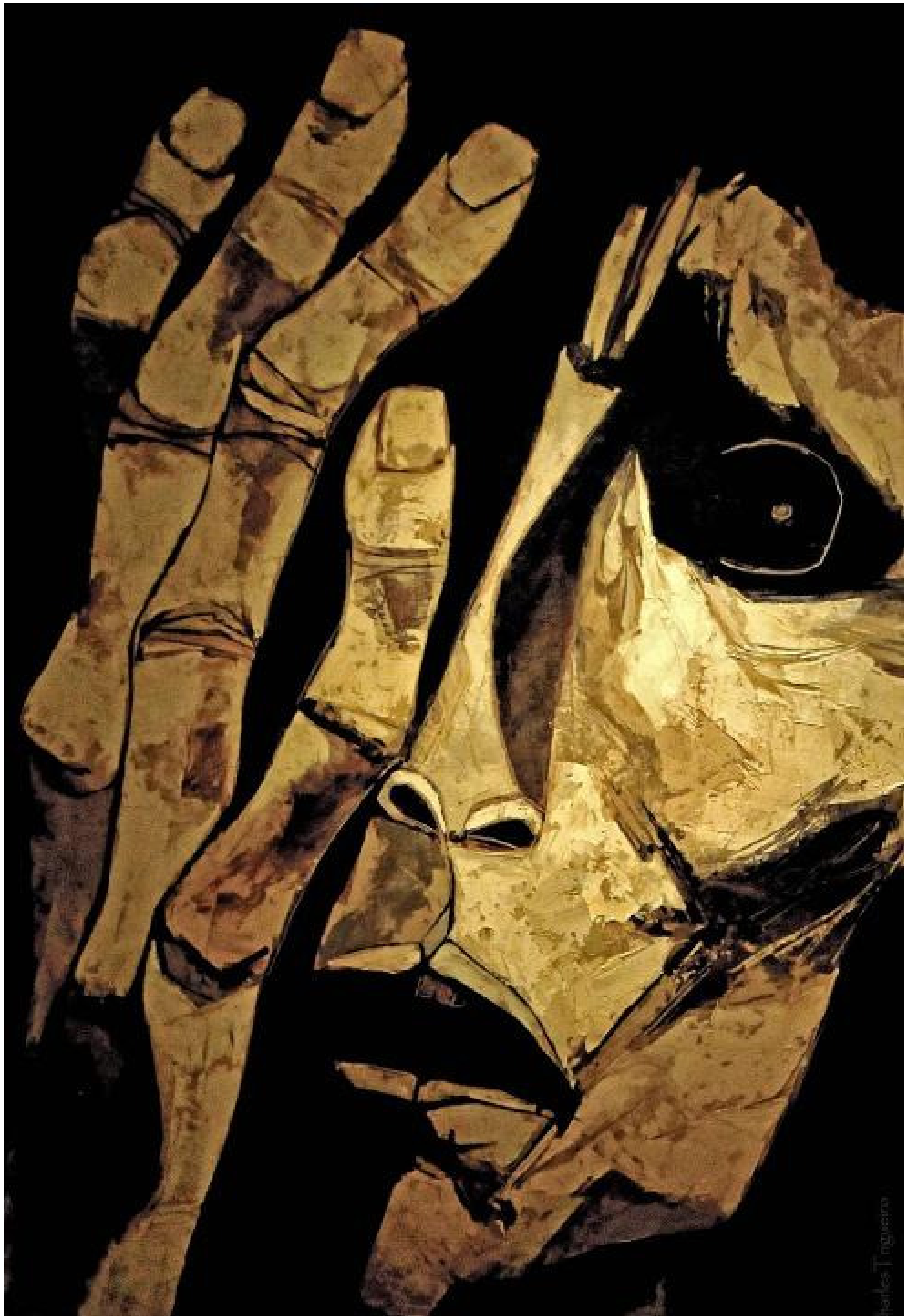

বিজয়াদিত্য চক্রবর্তী

তিনটে তারার কনানড্রাম

<u>১.</u>

ড়িং ড়াং- কে ডেকেছিল : ড়াং
ড়াং ড়িং- কে ডেকেছিল : ড়িং

ড়িং ড়াং-এর সামনে খুলে ধরে কুমারীজুলাইয়ের কোলোনোস্কোপির ছবি
ড়াং বলে : পেছনের সারিতে সমার্থক শব্দকোষ নিয়ে
ওরা কারা গঅ ? সবকটা শব্দের তো একটাই মাত্র অর্থ হয়

ড়িং, যে স্বল্প তরঙ্গদৈর্ঘ্যে পা নাচায়, তৎক্ষনাৎ দ্যাখে কাগজের
শাদা আয়তে ছেয়ে যাচ্ছে ছেয়ে রয়েছে ছেয়ে যাচ্ছে ওড়্-এ
না তো কোড-এ   না তো মোড-এ
না কি কমোড কমোড মনে হতে পারে
সে: দ্যাখো দিকি, প্রত্যেক শব্দের জন্য আলাদা আলাদা অভিধান
কবে লেখা হবে

ড়িং ডানহাতে ড়াং-এর দিকে ঠেলে দেয় সম্ভবত বিশ শতকের
সুইসাইড নোটের অমনিবাস
ড়াং এগিয়ে দেয় জোলাপের বোতলগুলো যারা হয়ত ভবিষ্যতে
নাবিকদের চিঠি পেতে সমুদ্রে ভাসবেই
ড়িং পরে নেয় ফ্রস্ট-বাইটে খসে-পড়া ৫২ ঘোড়া-পা
ড়াং-এর মুখে বহুতল কাব্যের ফেনা যাতে ল্যাব্রাডর-ভদ্রতায়
বনলতা-বৌদির আতঙ্ক গোপন-করা ধরা পড়ে-পড়ে মনে হয়

ছির্ছির ছির্ছির ছির্ছির আচমকা কেঁদে ফ্যালে ড়িং
কী করা উচিত না বুঝে রাত্রি তাদের ফ্ল্যাট থেকে অন্যত্র সরে যায়
ড়াং তাড়াতাড়ি দরজা ভেজোয়, প্যান-ডি ও জল আনে
বিছানা থেকে নামিয়ে দেয় ঘুমন্ত পা-য়ের দাপানিতে ছিটকে-পড়া
পাশবালিশ ও মধ্যরাত এবং নামের প্যালিনড্রোম থেকে
খসে-পড়া কৃষ্ণদ্বৈপায়নী কাহিনীমাংস
নর্দমা-মুখের আড্ডা-মশগুল সাবানফেনার মতো সহজ হয়ে আসে সব
সহ্য সীমার যে দিগন্ত বৃত্তাকার তা দোলে দোলে
দোলে আর বলে ক্কাঁ কাঁহেএ রে ...

২.

ভেলক্রোর মতন আটকে যায় ড়িং আর ড়াং

ড়্যংড়্যং ংড়িড়াং

তারা একসাথে ভাগ্যলিপির বাংলা তর্জমা করে
১০ সাইজের ফন্ট-কে ২০০% জুম করে জাদুপর্দায় ফেল্লে
দ্যাখা যায় মোদ্দা কথা কম, বয়ান দলিলের মতো
অ্যাতোঅ্যাতো ফুটনোট আর বুলেট তাদের মুষড়ে ফ্যালে

তখন মধ্যরাত তার স্বর্ণালি জরায়ুর দর্পে
কবেকার প্রসব-স্মৃতি গুলো না-ঝিমোনো স্বপ্নের আকর্ষ দিয়ে
টেনে টেনে ঘুরে চলেছে, তবু ড়িং আর ড়াং ফিরে যেতে পারল কই ?
মুখের যে ৪৭ টা পেশী অভীষ্ট হাসির জন্য সক্রিয় --
তাদের, ৪৭ কমান্ডোর মতো তারা, আত্মপক্ষে সাজিয়ে তুলতে চায়
অথচ জাদুপর্দার মুখে কোনো অণু-অনুভূতিলেশ ঝলসে ওঠে না
মোবিয়াস সিন্ড্রোমে সে-মুখ পঙ্গু ও অপাঠযোগ্য
তবু মুখোমুখি
তার শব্দগর্ত থেকে ফিসফিস ফিসফিস ...
সাড়া দেয় যদি কেউ, তাকে ড়িং মনে হবে ?
যদি শুধু শোনারই জন্য কেউ থাকে, তাকে ড়াং মনে হবে ?

<u>৩.</u>

ড়িং ও ড়াং-এর পোষা পাখির নাম তেতো
মনে থাকলে, তোমার পূজার ছলে তোমায় গায়, সে,
না থাকলে গায় না
হ্যামলেট থেকে হপস্কচ নানা অডিও-বুক হেডফোনে তেতো শোনে
ও ছোলা নিয়ে সলিটেয়ার খেলতে খেলতে
বর্গমূল চিহ্নের মতো তার ছায়ার গভীরে চলে যায়

আসলে পাখি না, দাঁতের রুট ক্যানাল ট্রিটমেন্ট করাতে
ডাক্তারের চেম্বারে এসে, হ্যাঁ, পুরোনো এক ম্যাগাজিনের পাতায়
প্রথম তেতোকে দ্যাখা -- যে তিনমাত্রার অতিরিক্ততা ছেড়ে
দুমাত্রার আঁটসাঁটে নিজেকে মানাতে শিখেছে

আয়ামাসির আবেগে ড়িং আর ড়াং বলে: যাও পাখি
মার্চের বিকেলগুলো ঠোঁটে টেনে টেনে ডিসেম্বরে আনো
তেতো তো ওড়েনি তবু

তেতো ওড়ে না
ওড়া   না-ওড়ায় তফাত করে না
আলাদা করতে পারে না ড়িং আর ড়াং-এর মুখ
ফিউসিফর্ম জাইরাস জন্মাবধি আরষ্ট থাকায়, তার,
হয়ে-ওঠার গন্ধ নাকে আসে না আর

৪.

গোলকীপারের কায়দায় ডিসেম্বরকে জাপটে ধরে ড়িং
বোঝে এতে গত ক'বছরের কয়েক কিস্তি রাত পাইল করা হয়েছে
ড়াং ডানহাতের তালুকে বাঁ থেকে ডানে ১৭০ ডিগ্রী ঘুরিয়ে
বারণ করে বাছতে, গুণে গুণে দ্যাখে, হাআহ্ হাআহ্ আওয়াজে
মুখের ভাপ দিয়ে গেঞ্জির কাপড়ে মুছে দ্যায়

তেতো এসবে অংশ নেয় না কারণ, ইয়ে, সে ঠকতে রাজি না
এবং গান ধরে ! কী আর করব বলো
মন মুছে বসে আছি, দেহময় তবুও ঝাঁকানি
নতুন শতক পেয়ে আলগোছে ঠেক মেরে লাভ হল
কতটুকু জানি
গেয়ে চলেছে অথচ নিজের গলাই নিজে শুনতে পায় না তেতো
বিরক্তি ও অভ্যেসে
সে তার আনন্দ-অঙ্গটা বের করে ধরে

৫.

সেবার হে চাঁআআদ কস্তুরীআভার চাঁআদ পাশের ক্যুপ থেকে শোনা

যখন টয়লেটে, যেটায় ইন্ডিয়ান সিস্টেম, সাবান না-থাকায় চাঁদটাকেই
কচলে হাতমাটি করেছিল যেখানে কেউ, তার জানলায়
স্টেশনের ইডলি ও মেদুবড়াময় আলো এসে পড়েছিল খুব ভোরে

ড়িং নেমে এল, একাই, কারণ রাতভর একটু একটু একটু ...
ড়াং-কে গোটাটাই গিলে ফেলেছিল ড়িং এবং
টানতে টানতে হোটেলের রিসেপশন পর্যন্ত ট্রেন টাকে নিয়ে আসে সে

স্টেশনের মাইক্রোফোন ঘোষণায় গমগম করে :
ড়াং ড়াং ড়াং ড়াং
ড়িং-এর পেট ও প্যান্টুল ফড়ফড় ফেটে যেতে থাকে
এবং সামনের লালতরলের হুর্রে-হুড্রুতে এসময়ে
যে প্রাণিটিকে দেখা যাবে তার মুখে
ঠিক কার আদল বলো তো ?

কিছু পরেই সব ফয়সালা হয়ে গেলে
কস্তুরী আভার চাঁদকে তারা মি: জে দাশের নাম ক্যুরিয়ার করতে যায়
কাউন্টারের মেয়েটি নামের পাশে ফোন নম্বরটা
পস্টো করে লিখতে বলে ও কফলেট লজেন্সটা জিভ দিয়ে
কষের দিকে ঠেলে
নামটা বার বার খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দ্যাখে

৬.

ইস্ট্রোজেন-জনিত লাবণ্য কমে আসায় ময়লা দিনটাকেই
উলটো-করে রাতে টাঙিয়ে রেখে শুতে যায় ড়িং আর ড়াং
বলে : তেতো গান গাও
তেতো গায় :
সারাদিন
ডোপামিন নর-এপিনেফ্রিন
সারারাত
মাথাপিছু কৌতুক- হ্রাসের বরাত
তারপর ?
কোন্ টা বাড়ালে ভালো -- লব নাকি হর ?
এ-প্রসঙ্গে তুমি
অর্থচ্যুত পংক্তি - পটভূমি
চেয়েছ গোধূলি যার শেষ শ্রাব্য আলো
অন্ধবিন্দু খুঁজে ঝাঁপ মারবার আগে আচমকা মাথাটা ঝাঁকালো
স্তব্ধতার খনিগর্ভে তখনো ডোবানো তার ক্লান্ত কনুই
অনিদ্রা - শিবিরের অস্থায়ী অনুভূতি গলায় খাঁকারি দিল তবু বার দুই ...

ড়িং ড়াংকে খউব ভালবাসে গাইতে গাইতে টের পায় তেতো

এ-ফোর সাইজের রয়্যাল ক্রাউন পেপারে দুজন দুজনকে
টু হুম ইট মে কনসার্নে লিখেছে
আমি ড়িং কে ভালোবাসি নীচে সাক্ষর : ড়়াং
আমি ড়়াং কে ভালোবাসি নীচে সাক্ষর : ড়িং
নোটারি করার দিন তেতো গেছলো

কলকাতা তো বটেই, মানচিত্রে যেখানে তুমি পেনসিল রাখবে সেখানেই
ড়িং ড়়াংকে ও ড়়াং ড়িংকে ভালোবাসে
সার্টিফিকেট দুটো বেকেলাইট বোর্ডে দাঁড়ের পেছনে ঝুলছে
ল্যাজটাকে ওয়াইপারের ভঙ্গিতে বাড়িয়ে তেতো মুছে দ্যায় ধুলো

৭.

ড়িং নেই ড়়াং নেই
আদিম সিলোমেটের দেহগর্তের মতো শোবার ঘরে
সি.সি.ডি. ক্যামেরার মতো তেতো একা, তখন ঘড়িতে ১৯:৫০

সময়ের এই সূচীমুখকে, সে, শিল্পের খাতিরে, প্রয়োজনে,
ঘন্টা আটেক পিছিয়ে দিতে পারে
ঘন্টাখানেক, বিজ্ঞানের খাতিরে, কৌতুহলে, এগিয়ে নিতে পারে
আপৎকালীন টানাটানি না থাকলে   কিন্তু

ক্রমাগত ক্রমাগত ১৯:৫০ বাজতেই থাকবে যা
ড়িং ড়্বাং পছন্দ করে ঘরে-ফেরার সমাপতনী হিসেবে

ড়িং-রা ঘরে ফেরে অথবা প্রমাণ হিসেবে
দুটো গবলেট বের করে, জামাকাপড় ছাড়ে
লোডশেডিং হয়
সাইলেন্সর খারাপ হওয়া একটা ৪০৭-এর একনাগাড় বট্ বট্
বট্ বট্ বট্ বট্ ঘরের অন্ধকারকে অবান্তরভাবে
ঠান্ডা তক্তপোষের তলা থেকে টেনে বের করেছে কি করেনি
তখন
চিনে-বস্তির সস্তা কেচাপের মতো
ঘন্টামিনিট গুলোর এই থকথকে ক্কাথকে
সন্ত না সন্তান কীভাবে দেখবে বিহিত করতে পারেনা তারা

তেতোর অনুরোধে ড়িং কে ছিঁড়ে গুডলি গুডলি নুটি তৈরী করে ড়্বাং
বৃষ্টির শব্দ কালচে সবুজ হয়ে এলে
সব কটাকে ঠেসে ঠুসে মন্ড মতন বানিয়ে তোলে আবার

রিকম্বিটান্ট ড়িং, সিরকা ২০১২,
পরীক্ষামূলক ভাবে নিজেকে ঘুষ দেবার চেষ্টা চালায়
দশবিশএকশোপাঁচশোর নোট এঁকে পৌনপুনিক লোভ দ্যাখায়

আড়চোখে দ্যাখে ছল্লিবল্লি আর বুকপকেটে দপদপিয়ে
জ্বলানেভা মিহি হিহিহি তীরচিহ্ন
মগজমেডুলায় পালিত হয় চরিত্রের কোষ-বিভাজন উৎসব

<u>৮.</u>

ডিসেম্বরের সঙ্গে সম্পর্কটা তুইতোকারিতে পৌঁছেচে

ডিসেম্বরেই সঅব আছে অগস্ট মে মার্চ এমন বিশ্বাস
তাদের ও তা গুনোত্তর প্রগতিতে বাড়ে
ডিসেম্বরকে ৩১ এর জায়গায় আরো খানকয়েক ব্যবহার্য্য টুকরো করলে
আয় আখেরে বেশি দিত বুঝে
তারা নতুনভাবে ক্যালেন্ডার বানায়

পরীক্ষামূলক ক্যালেনড্রিকস দীর্ঘমেয়াদি উদযাপনের বিষয় হলেও
ব্যক্তিগত পঞ্জিকা-প্রণয়ান ছাড়া গত্যন্তর থাকে না
খরচ-অসম্ভব সময়কে চুঁইয়ে-পড়া ঘুমদিন থেকে প্রায়-মৃত্যুর প্রাক্কাল
অবধি টেনে রাখতে হবে, কিছু যথেষ্ট-যাপিত দিন
নিপুণভাবে ছিঁড়ে নিতে হবে ভবিষ্যতের ভাঁজ থেকে
আর যেসব হসন্তহাসি থেকে শাখাস্রোতগুলো শুকোয়নি
যদি তাদের রিসাইকল করা যায়

নতুন ক্যালেন্ডার বানাতে গেরস্তজ্ঞানিক চাঁদ ব্যবহার করেনা ড়িং ড়াং
তেতোর যাওয়া-আসার মাঝে যে ছল-দূর একা পথ
তার ধারে ধারে সুবিধেমতন দিন রোপণ করে   তারা
তেতো মজা পায়, পায় নিজের মতো এক মুখ
যাতে আকৃতির সায় আর অপাঠযোগ্যতার টান-চনমন আহ্লাদ আছে

৯.

ড়িং -এর জন্মদিনটার কিছু করা গ্যালো না

ড়িং-এর খেয়াল নেই : গোটা হপ্তা সে নিজেকে ড়াং ভেবে ভেবে এসেছে
ড়াং -এর খেয়াল নেই : নাম ব্যবহারের সুযোগ সে পায়নি বহুকাল
কিন্তু তেতো ? তার কি পড়ার কথা ছিলোনা :
কী হবে বিহিত ভেবে, ব্যাখ্যা ভেবে, ছেঁচে, বেছে, হাবাটে গরজে
মানচিত্রকে ভেবে জন্মদেশ, জন্মদেশ খুঁজে নিতে খবরকাগজে

আলোচনা করার কথা ছিল,
খরচ না-হলে এই বছরটা ফুরোবে কী ভাবে
এটাই কি মরে-যাওয়া, এও কি মরে-যাওয়া
হ্যাঁ অথবা না টিক দিয়ে রাখার কথা ছিল, তাতে

তেতোর ডানাদুটো কাগজের রকেটের মতো দেহ ফেলে উড়ে গেলে যাক
তাতে পেশির ক্ষয়িষ্ণুতায় সে চিৎ হয়ে শুয়ে
দেয়ালের ওপর হাঁটার ভঙ্গিতে যদি পা ফ্যালে ফেলুক
মেঝেকে দেওয়াল মনে হোক
পর্দার মতো পিছনে সরে যাক অ্যাট্রফি-কবলিত ছাদ
আকাশ জাগুক উঁচু ফোস্কার মতো যেখানে সে স্বেচ্ছাসেবী হবে

ডানাহীন রাগে গর্গর ড়িং আর ড়াং
তেতোর ছোলাগুলো নিয়ে ব্যাগাটেলি খেলতে শুরু করে

কবিতা

মলয় রায়চৌধুরী-র কবিতা

আলফা পুরুষের কবিতা

কবিতা পাঠ : মলয় রায়চৌধুরী

কী দিয়ে তৈরি তুই ? নারীকে কবিতায়
আনা যাবেনাকো বলে তোর হুমকি
অবন্তিকা ! কোন ঋতু দিয়ে গড়া ? স্কচ
না সিংগল মল্ট ? নাকি তুই হোমিওপ্যাথির
শিশি থেকে উবে-যাওয়া ৩৫ হাজার ফিট
ওপরে আকাশে, প্লেনের হোল্ডে রাখা শীতে
নদীর মোচড়ানো বাঁকে ইলিশের ঝাঁক ?
আলোকে দেশলাই বলে ভাবলি কী করে ?
কেন ? কেন ? কেন ? কেন ? অ্যাঁ, অবু,
অবন্তিকা ? ভুলে গেলি তোরই ছোঁয়া পেয়ে
আড়মোড়া ভেঙেছিল চকমকি পুরুষ-পাথর ।
বল তুই, বলে ফ্যাল, মিটিয়ে নে যত ঝাল
জমা করে রেখেচিস স্কচ-খাওয়া জিভে ;

তোরই বাড়িকে ঘিরে তুষারের তীব্র আলো
সূর্য ওঠেনি আজ পনেরো দিনের বেশি
তবু তোর মুখশ্রী শীতে আলোকিত কেন ?
আসলে অন্যের ওপরে রাগ , উপলক্ষ্য আমি,
হ্যাঁ, হ্যাঁ, খুলে বল, দাঁতে দাঁত দিয়ে বল
যে ভাবে ইচ্ছে তুই উগরে দে স্টক তোর...

তোকে নিয়ে লিখতে পারব না, এ-নিষেধ
অমান্য করেই তবে পাতছি চোরা শব্দফাঁদ
অবন্তিকা বুনোগন্ধা খুকিবাদী হে প্রেমিকা
এই নে মাটির পোড়ানো আংটি, হাঁটু গেড়ে
দিচ্ছি তোর ক্রুদ্ধ আঙুলে, নিবি বা ফেলে দিবি
তা তোর অ্যাড্রেনালিন বুঝবে অবন্তিকা
আমি তো নাচার, যতক্ষণ না যাচ্ছিস
মগজের ছাইগাদা বিস্মৃতির উড়ো-আবডালে

–

বারীন ঘোষাল-এর কবিতা

কোলাজ কবিতা

রোদদের ভিড়ে আমার একা রোদটা এত জড়
রবি ঠাকুরের থুৎনি ঘেরা ছায়াটা-না-বন্ধু ফিরে পেল
কাগজে ভেজা রবারে মোছা মাছ ফিসপ্লেট খুলে ফেলা শেখায় যে
বেদিং বিউটি -- কাট
মন তাজ করা -- কাট
ডিরেল হওয়া টোপর
মাথার টানেইইইইইইইইইইই

তবে অতগুলো ই-মেলের মধ্যে শ্বাস নিওনার ফাঁকে বেরিয়ে এলো ফিনফিনে আমাদের নাকরোম
সাম্রাজ্যের বর্গেজ্য যেটিকে বলা যায় বোধিবৃক্ষের শুক্র জেটি এখন কোথায় যে জীবনের সাঁতার
শুরু করবে সেই জায়গাটা খুঁজছে

বারীনের কুসুন্দর বাড়ি ছেড়ে নুপমের পম ছানাটা
দেয়ালের কানাচ থেকে গাছের ছায়া পেতে
একটুও সময় নেবে না

রোদের সর ভারতীয় চোখে ম্যাপ লাগে না ডিজেল লাগে না

সেই উটের পিঠে বসেছি আর উট দাঁড়িয়ে পড়ছে
সেই আন দোলনের কথাটায় এসো

যেখানে মাথার সাথে ভাবনার আন কথাটা দুলছিল
আর হোহোময় মিউজিকের শেষ কড়িটা কোমল ছাড়ছে

চমৎকার একখন্ড পাখি
                    দ্যাখো বসেছে জামগাছে ছাইয়াঁ
আর মামুলি ডাকছে অ্যাশবেরি অ্যাশবেরি
ধানগাছের শিষ ছুঁয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে বাংলা সিনেমার গান
অনাথ গানেরা শিশিরে পা ভারী শিরিশিরি দিচ্ছে শিষদের
ভরে দিচ্ছে ধানের স্তনের মধ্যে দুধ
                        দিব্য দোয়া
                              দুইতে দুইতে ও হোয় রেএএএএএএএএ

এরপর বেদুইনরা যা করে আর কি
ধুলোয় ঢাকে আসবাব
          সমস্ত গোপন হ্রদ জং জাঙ
                                   মনি বিস্তোরিয়াঁ
সেই অসম্মতি লতিয়ে ওঠে ধীর স্পিডে আষ্টেপৃষ্টে নুটির সুতো খুলতে খোলার সময় সৎবিড়ালটা মনে মনে রাম্বলিং-এ জড়িয়ে পড়ে টের পাই অন্দর্পণ ভেতর থেকে শূন্যটার ভেতর থেকে ঠেলতে থাকি গড়াতে থাকি বুঝতে পারি আমিই সেই শূন্য আর আমার বাড়িটা টিভি হয়ে যায় কার্নিসে ঘুঘু পলেস্তরা নন্দনে পোরা গায়ে গুণ চাঁদের কাছে দেনা অ্যালবাম বিয়া বিয়া করতে থাকে তখন ঢোঁক খেয়ে ফ্যালে

এরপর ভিনসেন্ট যা করেন আর কি
হলুদে আর কাগজে বারীনের আনন্দেই বারীনকে পাতা লিখতে বসেন
এই বসন্তে
            আর করে কি দেখুন
                            গাছেদের মাথায় মাথায় এত ভ্যান ঘগ
জল
    জল
        জল
            জল
                জল পড়ছে   আর   জ্বল জ্বল জল-পড়া হয়ে শুয়ে আছে কপালে
                                                        আঃ কী আরাম
                                                        জ্বর সেরে গেল

আয়নায় নিজের ছবিটা   আঃ   আয়নার জন্মলগ্নে
আমরা বজরা থেকে হেঁটে যাচ্ছি বজরার দিকে

জলে বায়ু যোগ করেছি তার পরের দশ নং স্বপ্নটা
আমার কোলে বেড়ে উঠছে
চারপাশে এত জল
            চারপাশে এত জলেরা

জলগণ আর জনগণে ফারাক করতে পারছি না
হু হু করে বেরিয়ে যাচ্ছে বেশ থেকে গো বেশ্যা

এই রূপকথা আমার নয়
এই গণদেবতার ইস্টিশনে
ঝপর ঝপর মেঘ করেছে চুল শুকোনো দায় হলো তাই
ক্লাসরুম থেকে বার করে দেয়া হল আমাকে

এখানে কবিতা হচ্ছে অমরের
সমরের
আমি তার পিপাসা পেয়েছি
কার পিপাসায় এই বহতা মিন মিন করছে দেখি তো রে
কুলকুল করে ওপরে উঠে যাচ্ছে বণিক ইস্কুল
চোরাই করা স্বপ্ন   চেরাই করা স্বপ্ন
তাদের কলের কুলকুল হারিয়ে যাওয়া আর ফুরোয় না

যাতে আমি ট্রেন থেকে নেমে উঠে পড়ি আবার
কেন্দ্র না কেঁদ্রি কেন্দ্র না কেঁদ্রি আমাকে ধরে রাখতে পারলো না কেউ
আলখাল্লার জেব ছিঁড়ে বেরিয়ে পড়া সটান হাইওয়ে
আর
যতই সামলাতে যাই গুগলে থেকে ইয়াহুতে

জ্যান্ত রোদে

এইসব কবিতা ফোটে চারপাশে আমরা কবিতা খুঁজেছিলাম
জল বায়ু রোদ সেজে কবিতাও খুঁজেছিল আমাদের জানি না সে
চারপাশে তাই এত চোখ গেল চোখ গেল চশমা পড়ে আছে

–

দিলীপ ফৌজদার-এর কবিতা

বিড়ম্বনা

ক্ষণগুলি ওমনিই সংক্ষিপ্ত যারা কাঁচা হলুদের শৈশব পেরিয়ে সবুজ কৈশোরের
বিলম্বিত লয়কে টপকে পৌঁছে যায় কোলাহলের মাঝামাঝি মেগাসিটির
বাসবাজারে মলভ্যাবাচেকার উদভ্রান্ত প্রান্তর কাটিয়ে উঠতে না উঠতেই মনে
পড়ে যায় কুঠুরির বাইরেটা

বাইরেটা ফুটছে ফাটছে আর এই ছুটন্ত গোলাগুলির কথা মনে না রেখেই
চলাফেরা আনাগোনা একদিন হবে এসপার ওসপার যখন হবার অজানিতে
অজ্ঞাতসারে আচমকা আচমকাই তো দিন গোনার কথা নয় চুপচাপ যদি

বেরিয়ে যাওয়া যেত বাইরে ঠা ঠা যান্ত্রিক উপেক্ষা

ঠা ঠা রোদে একরাশ হলুদ ফুলের মাঝখানে জনহীন ঝোপগুল্ম ঝেঁটান এই
বৃক্ষসমারোহে সারণা ভগবানের কাছে আসার মতো একটা রহস্যের সুগন্ধে ম ম
স্নেহময়ী হাওয়া বইছে আওয়াজ নেই পিঁপড়েদের আনাগোনায় স্মৃতি-বিস্মৃতিকে
রেখে আসা পোকাদের গোপনতায়

পোকাদের শেখানো এই পোঁ ধরা শব্দেরা পিছু ছাড়ে না ওদের ঘুর ঘুর
অকারণতা অভেদ্য বন বা ঘিরে ধরা মেঘ এমন অহিংস্র অবরোধ যাবো
একদিন সব বাদাড় ভেঙ্গে সব কুয়াশাকে কেটে বৃষ্টি পর্যন্ত এগিয়ে তখন শীতল
ধরা পথঘাট ভেজা টানছে

ভেজা ভেজা ভিজি ভিজি মন সকলের সঙ্গে রেস্টুরেন্টে শব্দ কথা সব কিছুর
সঙ্গেই এমনি একা একা ঘুর ঘুর করে কথা তারাও একা একা ফুটে না ওঠা
তাও নাম যারা জানে তারা নাম ধরে ডাকে একটু বাওয়ালি হয় একটু বিভ্রান্তি
চেনা অচেনার মাঝখানকার কাঁটাতার ফেরার

ফেরারী স্মৃতিদের খুলে মেলে তুষারশৃঙ্গদের ওপারে ছুঁড়ে দিয়ে একটা শান্ত
টি-স্টলে চেনামুখ খুঁজে বেড়ানর মত অবসর আর এলোই না একটা কিছু হতে
হতেই আরেকটা পাহাড় থেকে আরেকটা পাহাড়ের উজানে উঠতি মাঝে
একটা নেমে আসার পর্ব ছিল

নেমে আসার কথা নদী পেরুনর কথা কিছু মনে থাকে না আরেকটা উঁচু চূড়ায়
চোখ আটকে থাকে উচ্চাকাঙ্খা একা নিজেকে নিয়ে শীত নেই গ্রীষ্ম নেই বর্ষা নেই
তাও লিপ্ত কথাটা হাঁটারই কথাটা জড়িয়ে পড়ারও আর শরীর, বইবার ইচ্ছে বা
বোঁচকাবুঁচকি, জড়িবুটি, চিঠি বাদ

চিঠির লাটাই তাহলে গুটিয়ে ফেলি আর গুটিয়ে ফেলি ঢাউস প্যাঁটরার মুখও তখন
চিরকুটেরা সরব প্রতিবাদে স্মৃতির দুহাত মেলা বিড়ম্বনা গুটি গুটি বন্ধ করি ঝাঁপ
এই তো ফিরে আসা এইভাবেই উপত্যকার পর উপত্যকা পর্যটনে, বৈরাগ্যে

–

উমাপদ কর-এর পাঁচটি কবিতা

যে জলে সাবান

যে জলে সাবান মহারাজ
প্রাতরাশ সেরে নিত্য আগরবাতি
যে রাশি সিংহ থেকে মিথুন মীন
গ্রহের আলগায় টিয়ামুখে লেখাজোখা কী যেন সংকেত
যেদিন একদা এক বাঘের গলায় জরায়ুর কান্না আটকেছিল
এখন স্রেফ বাঁচতে হবে আমৃত্যু রেশ

যেমন আগুন বেঁচে থাকবে বলেও
জটিল বুকের জঙ্গমে অথবা আগুন নিরোধক শূলে
দিওয়ানা অথবা দেয়ালা.....
আসর থেকে মায়াগানে জলের সাবানে
গ্রহের মিথুনে জরায়ুর ঘামে কিংবা অগ্নিকোণের
বাতাসে কেমন মরা আলোর ছোপ
কেমন স্বত্ত্ব তম রজঃর ফুসলানো ঢেউ
গুলিয়ে ফেলা ফেনায় সিংহের কেশর
আগুন.... আগুন.... আগুন.... লাগে না বসন্তে দোল......

যখন আলো নিজেই

যখন আলো নিজেই ভুলভুলাইয়া
                    কিছুটা নীল চুড়ি কার্বন মনোক্সাইডের
যখন জোনাকিও বুঝতে পারেনা
                    ঘুঙ্গুর বাজছে কিনা নিজের ডানায়
যখন হুলিয়া শুঁকে পায়ে পায়ে পুলিশ
গামবুটের ওপর ঝনক টনক ঘুঙুর
আলোর লেজ খুলে পড়ে যায় আমার মুখের পাশে
আমাকে ধরা দিতে হবে এইবার, কী বল হরকরা

অধরা থেকো না প্লিজ তুমিও নীল চুড়ি, ভঙ্গুরিকা
জোনাকি জ্বলুক বাহুমূলে তোর, বে-আব্রু বড় ভালো লাগে
তোর কি লাগেনা যখন তেঁতুল শিরশিরানিটা বয়ে যায়
ঘোরের ঘুঙুর ভুলে আছে থাকনা, সাবেকি ভুলভুলাইয়া......

যখন থ্রি ইজ - টু

যখন থ্রি ইজ-টু টু সমান টু
যখন গেরিলা হাওয়া ইজ-টু গ্রহন সমান গ্রেগ ক্রিকেট ভাইসকল
যখন ডলার ভার্সেস ডোমিনিয়ন বলতে কিছুই বোঝায় না
তিনের নামতা থেকে শুরু করা ধারাপাত ও সমান বর্ষে
সমান শীর্ষে সেনসেক্স হাই হিল
একটু লজ্জা মতন হিপে কাপে গোড়ালিতে
সীতা কেন সরনীর ষোড়শিতে আটকে থাকবে, আইলা এলেও !
তিনের পর সাতকে কেমন বোকা বোকা মনে হয়
মনে হয় মিথের গরিমা থেকে পরিত্রাণ পেতে চায় সাতসাগর, সাত-ভূ, সাতকাহন
এখানে ধারাপাতে চাষাবাদ, এখানে ব্যাকরণ রনে ভঙ্গ দেয় না
এখানে আঙুর ইজ টু আঙুরলতা বেয়ে গেয়ে ছেয়ে ওঠে
এখানে শুধুই ভার্সেস ভার্সেস ভার্সেস, আলবিদা যার নাম হতেও পারত......

যেখানে পারদ চড়ে

যেখানে পারদ চড়ে স্তনাভাসে, দুধ বললে কিছুমাত্র ভুল হত কি
যেভাবে শিশু দুই এ পক্ষ ছেড়ে হামলে বোঁটায় মাড়ি
যখন ষন্ড হত্যাচারিতের মত জিভ টকাস তেঁতুল লালায়
ফাঁক হতে থাকে জমি-জিরেৎ কামনার লক্ষ গঙ্গাফড়িং
নাভী থেকে গরুড়ের উড়ে যাওয়া সাপভ্রমে গোসাপের দিকে
উরুতে গমন মনোরেলের, ধাতব চমক খেলে বিকারে শীৎকারে
ওহো, ভুল হল, বড় ভুল হল গান্ডু সকালের
ভাঁজে ভাঁজে আঠা লেগে থাকা সকাল পত্রিকা প্রকল্পে
জীবন চলে যেমন জবানও পাশাপাশি, পাশেই হার্ডকোর্ট টেনিসের বল টানাটানি
ঘুম হবে না কতদিন, কতদিন ঘেঁয়ো আস্তাবলে সহিসের বদলে ফরেনসিক
মাছিরাই দেখি প্রজাপতি হয়ে নিরামিষ প্রেম, হরষিত ডানা, গুঞ্জন কেলি
স্তনাভাসে যোনিকেশে ওড়ে বৃহন্নলা পাখি
আরশোলা বললে কিছুমাত্র ভুল হত না……

যখন একটু একটু

যখন একটু একটু খাবে আর একটা করে পঙক্তি লিখবে

যখন একটু করে খাবে একটা করে শব্দ কিংবা শব্দ-বন্ধে মজবে
যখন একটু খাওয়া একটু ভাবা একটু ভেবে খাওয়া
কী লিখি বলতো ? 'করুণ শঙ্খের মতো স্তন', মিথবৎ, উদ্ধত দেখি বড়
যেন সার্চ-লাইট, সার্চে না থাকে যত শঙ্খ ডঙ্কা বাজায়
বলো, কী লিখি ? একটা পঙক্তি কেন যে এমন ছিল 'কোমল জ্যোৎস্নার মতো যোনি'
কোমল আমার চোখ, জ্যোৎস্না আমার প্রিয় সঙ্গ, যোনি কেন শুধু ঘেঁয়ো কুকুর
একটু খাই তো যোনি কাঁদে, রক্তে, একটু খাই তো চোখ শক্ত হয়ে আসে
কেন লিখি ? লেখা তো হয়েই আছে 'মধুকূপী ঘাসের মতো রোম কিছুটা খয়েরি'
ঘাস দেখি কচিত, মধুকূপী কোথায় বে, রোম দেখি সজারু খাড়া
কিংবা লোহার ব্রাশ একরাশ, সবসময় রি রি করছে
লোমসকল এক শরীরের শরীর থেকে আরেক শরীরের শরীরে
আর খয়েরি ! ধুস শালা, সব অন্ধকার নেমে এল
তার রঙ তুমিও জান, আমিও জানি
তুমিও জান...... আমিও....   খ...য়ে....রি..........!

–

অলোক বিশ্বাস-এর দুটি কবিতা

সংগ্রাম

পেট ভরে অন্ধকার খেয়েও অন্ধকারকে চুপ করে বসিয়ে রাখতে পারি আমরা ... আমরাও পারি সুপার অন্ধকারের মধ্যে বসেও ঢাকঢোল আর গুপীযন্ত্র বাজাতে ... ভূতেরা যখন অন্ধকারকে সরবরাহ করছে পর্যাপ্ত রক্তমাংস ... ভূতেরা যখন অন্ধকারের জন্য অর্থের অপচয় ঘটাচ্ছে ... আমাদেরও বিদায় নিতে হয় কিছুদিনের জন্য এবং বিদায় নেবার সময় আমাদের কোনো খারাপ থাকে না ... কাদামাখা লিভার ধীরে ধীরে গঙ্গার জলে ধুয়ে যাবে ... আস্তিন ও কলারবোন থেকে সন্না দিয়ে তুলে ফেলছি অন্ধকার ... অন্ধকার নিভে গেলে নৌকোরা খেলাগুলি খেলবে সংক্রান্তিতে ফিরে এসে

ভরসা

উড়ন্ত দুটো পাখির মধ্যে কোন পাখিটা আমার। দুটো পাখি দুশো হয়ে উড়িতেছে অনুপম বাঁকে বাঁকে। কাকে আমি অনিন্দ্যসুন্দর বলি আর কাকেই বা কেমোথেরাপির মল্লিকা। একটা পাখি সমুদ্রের দিকে চলে যাচ্ছে আর একটা পাখি উন্নত ভেষজের খোঁজে। আমার তো শুধু আছে অরুচি আর অব্যর্থ ক্লিনিক। কোথায় এসে দুদণ্ড বসতে বলি পাখিদের, আমার তো ল্যাবরেটরি নেই, নদীও নেই। আছে পুরনো পুরনো ভিজিটিং কার্ড আর প্লাস্টিকের কৌটো

–

রঞ্জন মৈত্র-র কবিতা

বৃষ্টিলেখা

ঘাসের গায়েই আছো
দূরে পড়ে আছে ব্যাস্তানুপাত
সাদা রীড কালো রীড ভিতরকনিকা
হরকতের গুঁড়ো ওড়ে
ব্লাস্টিং- এর ইয়ারানা স্বর
তারা পথ
নিজের পায়ের আলো
তুমি শব্দটির ছাদে বারো লাইনের মেঘ
ধীরে আসছে
মধ্যসপ্তক থেকে
ক্রমে চেয়ারের পায়া
মানুষের সিন্থেসাইজার দোল খায়
দূরের রেটিনা তারা
সুদূরের জড়ানো আঙুল
বাঁক নেওয়া শেষ পঙক্তিতে

–

অমিতাভ মুখোপাধ্যায়-এর তিনটি কবিতা

টি এল সি চ্যানেল রি-ভিসিটেড

এমনকি মধ্যবিত্ত পর্যটনেও রহস্য থাকে,
পরতে পরতে খুলে যায় তার মায়াজাল,
পাহাড়ের ভাঁজগুলোর ছবি তুলতে তুলতে
আচমকা চোখে পড়ে তার বলিরেখা, নিচের বিস্তৃত চারণভূমি
-- গবাদি পশুর চোখে কেন এই প্রাজ্ঞের স্থিরতা !!
কিংবা নীল ক্যারিবিয়ান সমুদ্দুর, উল্টে পড়া স্পিডবোট
তীর মারে তোমার দূরবীনে ;
বালিয়াড়ি বরাবর যে ছেলেটা মেধাবী ককটেল ফিরি করে
তার ঠাকুরদার গল্প, এরকমই সুপ্রাচীন কিছু আবছায়া
-- যা তোমার সমস্ত রহস্যগল্পের মূলে……

একটি অপ্রাকৃত টেস্ট ম্যাচের নির্বাচিত অংশ

একটা দুটো কাক ডেকে উঠলো স্বভাববশত
আর আমি ভাবলুম অপ্রাকৃত ভোর,
হুড়মুড় করে বিছানা ছেড়ে দরজা খুললাম,
জানলার পর্দা সরিয়ে মুঠোতে পুরতে চাইলাম
অতিরিক্ত ফিল্ডার হিসেবে একটা লাল বল

তালুর ঘাম শুকোতে না শুকোতে বিরতি ঘোষিত হলো
-- সম্ভবত মধ্যাহ্নভোজ,
তারপর আস্তে আস্তে ঘুলঘুলির আলো এসে পড়ল আমার সহনশীল পিঠ-এ,
দুটো পায়রা ডানা ঝাপটে ধূসর করল চোখ,
শালপাতার রুমাল দিয়ে চোখ রগড়ে
দেখলাম একটা চড়ুই, আর তার বাস্তবিক নাচ

আলো আবার মায়াবী মনে হলো,
অথচ আমরা দুজনেই জানি
আজকের মতো খেলা শেষ।।

কাব্যতত্ত্ব - ১

একা মানুষ সহ্যক্ষমতার দিগন্তরেখা চিনতে পারেনা -- অথচ তখন তার হাত ধরতে ভয় করে ....!!
কেমন যেন সে তার মতো করে গুটিয়ে নিচ্ছে নিজের মধ্যে তার সমস্ত পরিপার্শ্ব, স্থিরতা, কান্না
ও হাসির সমস্ত দর্শন আর কোরাস, সব বিচক্ষণ অসমাপ্তি ..... !!!

তবু, তাকে নিয়ে সমুদ্রযাত্রার উপন্যাসগুলি লেখা হয় ....

কাব্যতত্ত্ব - ৫

'জ্যোৎস্না' -- বিষয়ে লেখা শুরু করবার আগে জানলা বন্ধ করলাম। তারপর কলম, তারপর নাইটল্যাম্প ; সিগারেটের আগুনের শেষ ধিকিধিকি গুঁজে দিলাম অ্যাশট্রের খাদে .... ঘুমিয়ে পড়লাম। তারপর এ বিষয়ে লেখালিখি শুরু হল........

কাব্যতত্ত্ব - ৬

কয়েকটা পোড়ামাটির টব, টিউলিপ, করবী, ক্রিসেনথিমাম,
নয়নতারা ও ক্যাকটাস নিয়ে কয়েকটা আন্তর্জাতিক মানের প্রবন্ধ ও চারা,
দু'তিন রকমের জলের ঝাঁঝরি,
মস্তিষ্কের মতো উর্বর সামান্য মাটি, ১টা ভোঁতা খুরপি
-- এ'সবই তোমার ঝুলবারান্দা নিয়ে কবিতা লেখার পক্ষে যথেষ্ট ছিল

আর তুমি একটু পরিসর পেয়ে
এই উপাদানগুলোর মধ্যে সম্পর্ক তৈরী করলে,
তারপর এদের সঙ্গে নিজেকে জারিয়ে ফের বুঝতে চাইলে
এ'বারান্দায় ফুলের বিকশিত হয়ে ওঠার রহস্য ....

–

অগ্নি রায়-এর কবিতা

বসন্তকালীন বিজ্ঞপ্তি

পাপের জন্য পাইকারি বসন্তমাস উড়ালপুলের পেটের অন্ধকারে নেমেছে।
সেখানেই ডক্টর লামার সেঁটে দেওয়া বন্ধঋতুর হ্যান্ডবিল। মিলুক এবার পার্লারে
পার্লারে রাধায় শ্যাম ! হ্যান্ডবিল নাকি ওই পার্লারলিখনে ভবিষ্যবিপ্লবের
কাওতালি ? কাস্টডির কচুয়া ধোলাইয়ে যার আতঙ্ক শিৎকার। বজ্রনির্ঘোষের বিধুর
প্রোমো যে দেওয়ালে দেগে আসছে যুগে যুগে ? রাষ্ট্রিমগজের শল্যচিকিৎসার জন্য তাই দাওয়াই
-- ইচ্ছে হলে করো কিন্তু ডগায় যেন ছটাক মধু মাখা থাকে ! স্যাটেলাইট মায়ায়
কতজনই তো এখন জেনে গিয়েছে যে মধু বাতা ঋতায়তে আর যার সুবাদে ডক্টর
লামার হ্যান্ডবিল থেকে মাসমাইনে করা শরীরের মধুমালতি ঝরে পড়ছে। ভালবাসার
তৃতীয় চতুর্থ পঞ্চম সন্তানেরা ভরা বাঁটে চালান হয়ে যাচ্ছে কাঁটাতারের ওপারের
বসন্তবিশ্বে

দেবযানী বসু-র দুটি কবিতা

জ এর ভিন্নতা

কবিতা না লিখতে পারলে ক্ষমা করার কেউ নেই। খামারের সবটাই ভালোমানুষী। শেয়ালদেরও ভালোত্ব ভাবাচ্ছে আমাকে। শেয়ালদের ক্ষয়িষ্ণু ডাকে পেট্রোল – তরঙ্গ … বিবিধ ওঠানামা … শব্দদোষে এত দূর ভ্রমণে নামি। উঁকিমারা বিবিধ বিয়ের দিনে মাঙ্কিপাজল গাছ নিজে হেঁটে বাড়ি আসে। জ্যাক নষ্ট হয় , রামও নষ্ট হয়। অ্যামোনাইট লাগা রাত… রাত উড়ে চলে মাস্তুল বুকে নিয়ে।

শব্দ খর ও দূষণের প্রেমে পড়ে যায়। বর্শাচিহ্ন মাছের রাশিতে ঘন প্রোটিন। ময়দানবের ময়দানে গাছেরাও জার্সি পরে। মহাসমুদ্রের কোনো লিকলিকে হাত থাকতে নেই। দোষ খুঁজতে গিয়ে জিভে ক্লোরোফর্ম ফুটিয়ে নিই। ইচ্ছে আছে একবার রাত খসাবো কোনো রাতে। যে উৎসাহ নিয়ে মাস্তুল ওড়ে তার কিছু ছাদে বারান্দায় গাছে গাছে লাগে। উনুনমুখো জরায়ুর ডায়ালিসিসে গঙ্গার রক্ত বার করে যমুনার রক্ত কাজে লাগানো হয়। চঞ্চুতে যে ডাক ঠোঁটেও তার শ্রাবণী... খামারের আকাশ কথা ভাণতে জানেনা।

যজ্ঞভূমি

দুবার উ কার দিতে পারতে অনচ্ছ -- ফোঁটালাগা গোলাপে। প্লাস্টিক চপেরও ঘেমে ওঠা ভাবিয়েছে আমাকে। যখন দুচার ঘর লেদ মেশিনের পাড়ায় আমি নক্ষত্র থেকে ঝোলানো মশারির আত্মজীবনী মেলে দাঁড়িয়েছিলাম আর বহু বহু লিঙ্গের বেনিসংগমের আলগা নিউক্লিয়াস বিড়ালের সোজা চক্ষু ট্যাঁরা করে আঁকছিল। বিখ্যাত গ্যালারির অট্টহাসি নিয়ে পথে নেমে পড়লেই পাইন শ্রেনির আপাত নিরীহ শাঙ্কিক ফল হল নেফারতিতির নাভি, একদা - তুমি - পুকুরের নিয়তিতে বুঁজে যায়।

তোমাকে পুকুর শুষতে দেখেছি, দেখেছি জিভের উপর জ্যামিতিক চাঁদা বসিয়ে কেউ মৃত প্রোমোটারকে অগ্নিহোত্র আসনকোণে বসাচ্ছে। রামকিঙ্করের উত্তাল চুল তোমার মুখ পাল্টে দিচ্ছে। তাই দেখছেন মাত্র পঞ্চান্ন ডিগ্রি কোণে বেগম আখতার।

অভিজিৎ মিত্র-র তিনটি কবিতা

রতি সিরিজ

১. গন্ধর্ব বিবাহ

তোমাকে বিয়ে করতে চাই
পুরোপুরি নিজের মত

১০০ স্কোয়ার ফিট
বাথরুম জুড়ে ভিজে হাওয়া বালিশ
তোমার ওপর আমি
দিকশূণ্যহীন

তোমাকে চটকাচ্ছি
দুজনের গা বেয়ে শাওয়ারের ফেনা
আমরা ডুবে যাচ্ছি
একটু দূরে আধভর্তি বিয়ারে দু'চার চুমুক
আর জন ডেনভার
আমাদের বিয়ের মন্ত্র পড়ছে

তোমাকে আমার ওপর বসিয়ে ডিনার খাওয়াবো
প্রতিরাত
একটা সাপের মত নুডলস
দুজন দুদিক থেকে চুষতে চুষতে   একদম ছোটো
পাশাপাশি আমাদের শুকনো ঠোঁট দুটো
চেঁটে নেবার জিভ চাইছে

পোষাক ছাড়া চাদর ছাড়া আমাদের বিয়ে হচ্ছে
ভাবো, তোমাকে সঙ্গে নিয়ে একরাত
ঘুমোনোর পর তোমার নরম খাঁজে
আড়মোড়া ভাঙছি

ভোরবেলা পেট খালি করে হাগার পর   যেরকম আরাম
অনেকটা সেরকম

২. ভূতের গন্ধ

আমাকে ভূতে পেয়েছে
সন্ধে হলেই আগাপাশতলা
ঘাড় থেকে নাভি অব্দি চুমু

ওং ধ্বনির কাঁপুনি
তুলতুলে বুকে আঠালো বোঁটা
গড়িয়ে
টেবিলের একপাশে সমুদ্র

আমাকে ডুবতে দেবে না
বর্তমান নেই ভবিষ্যত নেই
আমাকে শুধু ভূতে পেয়েছে

আধপাগলি একটা ভূত
জাদু জানে না
স্যাক্সোফোন জানে না
নোনতা পাঁজর ছোঁয় নি
শুধু উল্কা বিষয়ক প্রবন্ধগুলো
ওর দুপাড়ে
সূতো দিয়ে চেহারা বুনছে

ওকে দেখতে পাচ্ছি না
আশেপাশে অঘ্রানের নিঃশ্বাস
স্নায়ু থেকে অন্ড অব্ধি শিরশিরে বরফ

ভূতের জন্য এক বাক্স অন্তর্বাস
কখন ভোরের আলোয় বিছানা ফুটবে
বুকভরে আঁশটে গন্ধ নিতে থাকি
একা ভূত
আমিও

৩. কুমির-ঠাপ

তোমাকে একসঙ্গে নিয়ে ওল্টাব
চোয়াল ঝাপটে
দাঁতে দাঁত কামড়ে
জলের ভেতর
লালা চোয়াল পিঠের শিউরে ওঠা কাঁটা
সব একাকার হয়ে যাবে
গায়ে কি মাখতে ভালোবাসো --
চকলেট নাকি ক্যাঙারুর কাঁচা মাংস ?

আরেকটু জল খসিয়ে কাদায় এসো
তোমাকে লাগাবো
পেটে পেট দাও

আস্তে আস্তে ভর্ত্তি করে দিই

এখন আমাদের কেউ দেখছে না
পাহাড় ঘেরা মহুলিয়া
ঘোলা পুকুর
সব লেজ নড়ছে
সবাই লাগাতে ব্যস্ত

পায়েলী ধর-এর চারটি কবিতা

জন্মকথা

প্রিন্টেড কাঁচা শরীর ঝুলিয়ে দিই কাবাবের শিকে।
কুর্তি-কামিজ-মিনিস্কার্ট ছেড়ে দাঁড়িয়ে থাক-
তুলতুলে লাল মাংসের প্রলোভন।
বর্তুল বৃন্ত - মৃগনাভি - প্রান্তিক গুহার অতল উস্কে দিক
ধাতব যুগ্মতার গনগনে আঁচ ।
অস্থির আদিমতায় উপগলি শহর চেখে নিক
জ্যামেতিক অঙ্গরাগ।

এক্স-ওয়াই সহ সমস্ত অ্যালফাবেটিক বিনিময় শেষে-
শূন্য দশকের পাতায় লেখা থাক নতুন “ভ্যাজাইনা মোনোলগ”।

মুখবন্ধ

বিষাক্ত আপেলে দাঁত বসিয়ে স্বর্গ থেকে নেমে এল লিবিডোর দেব দেবী। যত্রতত্র ছড়াতে থাকলো আদি মিথস্ক্রিয়ালব্ধ দানাদার শস্য। দেবতার অনিয়ন্ত্রিত মিথুন শুক্র জোট বাঁধলো দেবীর নিষিক্ত ডিম্ব পথে। কসমিক ফারটিলাইজেশনের পর, তাবৎ পৃথিবীতে আদমসুমারি করে ফলক লিখলো অনন্ত জন্মের ইতিহাস।

নবাঙ্কুর

ইদানীং প্রত্যেক রাস্তায় না চাইতেই মিলছে বীজের সন্ধান। জিন্স কিম্বা ফর্মালের ইনার গার্মেন্টসে মোড়া সে এক আশ্চর্য বোধিদণ্ড। ভীমরতিগ্রস্ত বীজ বিক্রেতা অবশ্যই দেবতার উত্তরসূরী। চাইলে, ফ্রি-গিফট কুপনে পাওয়া যেতেই পারে একসাথে কয়েক হাজার টাটকা বীজ।

মেয়ে, তোর আগল খোল। একটা দুটো বীজ বুনে দিই তোর কর্ষিত জমিতে। বিভীষিকাময় চিৎকারে ছুটে যাক ওরা মাটির অন্দরমহলে। তারপর, বহু

ভাঙাচোরা, গড়াপেটা, আদান প্রদান শেষে নিশ্চিতভাবে বেড়িয়ে আসবে
প্রোথিত বীজের দুধ সাদা অঙ্কুর।

মেয়ে দিন

ছাই সরিয়ে আগুন তুলে আনি
আগুন দিয়েই পুতুল পুতুল খেলা
দাবানল মুখে সঞ্চয় করা সুখ
উদ্ভ্রান্ত একলা মেয়ে বেলা।।

পাখনা জুড়ে মোমের কারুকাজ
গলন্ত লোভ জাঁকিয়ে ধরে ছাল
উনুন আর কাঠ কয়লার ছ্যাঁকা
ওম খুঁজছে একলা মেয়েকাল ।।

আঁচ দিয়ে গড়া স্বপ্নের জতুঘর
দৈর্ঘ্য প্রস্থে ফসলের চাষবাস
আকণ্ঠ নীল উগড়ে ফেলা দায়
হাড়িকাঠে থাক একলা মেয়ে মাস।।

শ্রীদর্শিনী চক্রবর্তী-র দুটি কবিতা

অপরাজিতা

অন্ধকারের মাঝে, মাঝে মাঝে ডুবে যায় চেনা
জামা আর পকেটের ক্ষত। যে ক্ষত সেলাইয়ে সারে,
যে ক্ষত বিষাদনীল- চেক আর বোতামের ঘর থেকে ছড়ায় দু'ধারে,
অথচ কিভাবে যেন তোমাকে সে ছুঁতে পারে না।
যেমন পরনে আমি যাব ভেবে আছি বহুকাল …
তবু কামিজের ভাঁজ অথবা শাড়ির এলোকুঁচি বেশী গভীরতাকামী,
ক্ষত জমে জমে তাতে ঘন নীল ফুল ফুটে আছে --
যে ফুল বিষাদে বাড়ে,   যে ক্ষত সেলাইয়ে সারেনা।

অপ্রেমের নোট

এবার ঘুমোই তবে, বেড়ানোর কথা হোক ঘুমে --
আজ যদি বাদ সাধে, ঝোলানো বারান্দা থেকে
আমার কোথাও কোনো চেনা ঘরে এগোবার নেই।
নতুন বয়স্য কেউ আতস কাঁচের মত
আলো দিয়ে পোড়াতে এসেছে,
তাকে রৌদ্রের থেকে নিয়নের কাছে নিয়ে গেলে

সয়ে যেতে পারে ব্যথা যা কিছু, ব্যালাডসম
বেজেছে গহনে আর, ছবি-ছবি ইচ্ছেগুলি
মাথার ভিতরে খেলে গ্যাছে …

তোমাকে কিভাবে বলি,
এভাবে কখনো কোনও গল্প আঁকা শেষ হবে না ?
সব দিন, সব রাত্রি বাঁধানো মোরাম থেকে
উঠে এসে থেমেছে কপালে --
বারান্দার গা বেয়ে নীচে নেমে গেছে যে দেওয়াল,
আশরীর পোস্টার নিয়ে সেও খুব জর্জরিত আছে --
তুমি তাকে চিঠি লেখ, রোববারে মাংস রেঁধে দিও …

অনিন্দ্য রায়-এর কবিতা

জন্ম সংক্রান্ত

১.

শঙ্খ   লাগাতার

হাসি এমন পতাকা
উড়লেই
অর্ধনমিত সুখ অবশ্য জোড়ালো

পাতার তলায় অপরাধ লাগে পায়ে
এমন ঘড়ির কাঁটা
                প্রতিঘরে ফিরে ফিরে আসে

এবং ঝরেই যায়

জন্মলাগা   তার
ছিঁড়তে এসে আঙ্গুলে জড়িয়ে
সেই বন্দি হলাম

২.

ধুতুরা স্ত্রীরুষ

কোষের কেরানি হয়ে
শল্যগয়নার দাম
                একাই মেটাবো ?

জন্মের ফিনকি, ফোস্কা
যৌনতার লেই
              ভাবছি, সেরে উঠছি

গান করছে পাখি

এবং ঠোক্কর মারছে
ফলতঃই বিষ

ভাবছি, নিদ্রাই যাচ্ছে

শয্যার গহনে ছুরি, কাঁচি
           চিনতে পারছি না

টাপুরটুপুর রাখছি
একত্রে শরীরে

যা ইচ্ছা পদবী হোক
আমি তো সন্ততি

সৌমেন বসু-র কবিতা

পতঙ্গের পরিসর

১. আমারও তো দায় ছিলো --
রাতুলদার মেয়েদের খারাপ হয়ে যাওয়া ঠেকাতে পারিনি,
রাতুলদাও কিভাবে কিভাবে উচ্চাঙ্গের কুয়াশায় ভিজে গেল।

দূরে চলে গেল সব সবুজাভ ফোটোগ্রাফ
চলে যাওয়ার বৃষ্টিবিন্দু
আর রীতি নীতি চর্মরোগ ওই বাঞ্জোতের খামার
পৃথিবী একটা গোল বন্ধ দরজা
ওপারে তোমার প্রেমিকের কুচকাওয়াজ
আমারও তো দায় ছিলো
কৃষ্ণ বাদুড়ের পরিণত আকাশে দুঃশাসনের প্রেম ছিল

২. আমি কোলকাতায় ছিলাম খাটাল উচ্ছেদের সময়
হলুদ ট্যাক্সির জানলার কাচে অহনার মতো মানুষীরা ;
না-না , বরং ফাঁড়ি থেকে নষ্ট রাতে আনোয়ার শা ধরে হাঁটি

নিত্যানন্দ ধাম, ৯ নিউ সন্তোষপুর মেন রোড, কোলকাতা ৯৮

বাবার বিফল পোস্টকার্ডের জোছনার কসম্

৩. পতঙ্গের পরিসরে আমাদের জানটুকু আটকে আছে
রতিশেষের অনর্থক সিগারেটের গোলাপী অবশেষটুকু,
ছাই হতে চেয়ে যে ফুলে আগুন ধরাবো
তার লালনপালন গ্রহ নক্ষত্রে কবি বসে আছে।

৪. কবিতাটি লেখা শেষ হবার মুখে ফুঁসে ওঠে কল্যানী
একটি অসমাপ্ত লাইন গলায় জড়িয়ে মরে যায় কল্যানী
দর্জ্জিপাড়ার ঘর ভরে উঠুক কদমের রেণুতে
পুড়ে যাক পিয়ানোর দমচাপা শ্বাসের সঙ্গীতে

৫. "ফ্যান্টাসি শুধু কলকাতাই বোঝে - কিছু বোলপুর, কিছুটা জলপাইগুড়ি"
পাহাড়ে তৃপ্ত তরুণীর কথাগুলি উড়ে যায় শূন্যের বারান্দা থেকে।

ভাবনার অনেকাংশ অধিকার নেই ভোটারদের
স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ডাক্তার পেলে - জ্যোৎস্না ও রুমালি রুটি

এ সবই রচেছেন আল্লামিঞা, ভালো খুব ভালো মানুষ

৬. কুত্তার মতো রোদে মানুষ মরুগোলাপের ব্যাপারী

বিরহের কুঁজের শিকর চারায় রানীসাহেবার মহলে
সেলিব্রেশন, সেলিব্রেশন জড়ো হওয়া ভাটি মেঘের উল্লাসে
লেখাটির এ পর্যায়ে উজ্জ্বলা কল্যানী ফিরে আসে

ভাস্বতী গোস্বামী-র দুটি কবিতা

জন্মদিন

একটা হ্যাপি বার্থ ডে
উপুড় ছিল
কাকজল
তন্ হা তন্ হা ফুটে ওঠা
তোমার সীমা আমার সীমা মুখে মুখে
দাঁড়িয়ে থেকো হে হুঁশিয়ার
মেঘে মেঘে কেক কাটা
তখন গান
প্লাতিম ঠণ্ডক্
হাত রাখো
হু হু মার্চ
দূর আর
অ নে ক দূ র

জানলা

জানলা উড়িয়ে দিলে
খোলা চুল ফিরে আসে
আর চড়াই
হেরিটেজ বিঁধে বিঁধে
রুটি মাখনের ক্যামোফ্লেজ
মুখেরা শব্দ ছেটায় নুন চাটে
আঙুলে আঙুল বাস   আকাশমিনায়
দিন মেপে মেপে
থুপথুপে চাঁদ সাকী হয়
মরে ওঠে রাতের আদরে

কৃষ্ণা মিশ্র ভট্টাচার্য-র কবিতা

ব' এ বিবেক - সিরিজ

১.

এখন জোছনাদের ভিড় করার সময়
ছিল -
গুমসুম হাওয়া শার্সি ভাঙে
হাটুরে ভিড় থম্ মেরে
বিজবিজ মেঘের অপেক্ষায়
তুষার কণাদের ডিনার শেষে
বন্দুকের ট্রিগারে আঙুল রাখার
প্রাক্ মুহুর্তে
গাছেরা মুখ ঢাকে হাওয়ারা
অন্ধকার গর্ভ খোঁজে
জেনারেল দু পেগ মাপেন
এভাবেই বিবেক কে সাফ্
সুতরো রাখা ভাল
এখন তারাদের মিছিল করার সময়
ছি-ল

২.

রাস্তার ভিড়ে একলা দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েটির
গালের লাল তিল লক্ষ্য করে অ্যাসিড ছুঁড়ে
মারে লোকটা ; মেয়েটির চোখের রোদ -

চশমায় তখন খেলা করছিল - বিবেকানন্দ -
সবুজ অরণ্য
বাদামি ক্রৌঞ্চ মিথুন
পাখিদের কবিতা উৎসব
অ্যাসিড পোড়ায় লাল তিল, জমানো দুঃখ
নরম প্রেম বৃষ্টি বীজ, ধান ক্ষেত
পায়রা মিছিল।

৩.

বিবেক বিহারের বাস আড্ডার গলির সামনে
রেপড্ হয়ে যাচ্ছিল   তিনটি পাখির
নাভিমূল
লাল টুকটুকে ঠোঁট
খয়েরি ডানার পালক
হলুদ পা
কনসেন্স, কাইন্ডনেস খুব শক্ত বানান
বাতিল - বেহুদা ধূলায় বন্ধক রাখা
যাক আপাতত ....

অরূপ চৌধুরী-র কবিতা

সমস্ত জোখিম টপকে

শাদা কাগজ অপেক্ষা করে থাকে কালো কালির জন্য
কালো কালি অপেক্ষা করে থাকে লাল একটা কলমের জন্য
লাল কলমের অপেক্ষা শক্ত একটা মুঠোর
অই শক্ত মুঠো তবে কার জন্য অপেক্ষা করে থাকবে
কোথায় সেই দ্যব্রে আর ফুচিকের হাত
ইঙ্গিতে যার গরাদ ভাঙার যাদুকাঠি
আগুন যার বহু যুদ্ধের নিখোঁজ ভাই
সমস্ত জোখিম টপকে যার খোঁজে আজ এই উপমহাদেশ
তন্নতন্ন ঢুঁড়ে ফেলছি আর শিস দিচ্ছি সাংকেতিক ভাষায়
নিঃস্তব্ধ ড্রয়ার আর বাউন্ডুলে পকেট ভর্তি জমে উঠেছে
যে সব শাদা কাগজ তাদের গায়ে হাত বুলিয়ে বলছি
আহব ছেড়ো না আমি আছি আর আছে আমার এই হাত
এই আমি রুখে দিলুম দৃশ্য বদলের কূট খেলা
আর দখল নিলুম লুকনো প্রজেক্টর
এখন আকাশ পথে অন্তর্জালিকায় আমি মেলে ধরবো
ডিজিটাল ক্যামেরা ও স্ক্যানার
আর ডানা ভাসিয়ে ট্রেস করবো জঙ্গলের শিরা-উপশিরা

যেসব স্যাঁতসেঁতে আর বিষাক্ত হাইড-আউট
আজ চেপে রেখেছে আগুনের উৎপত্তি ও ইতিহাস
সে সব ধ্বংসিয়ে তুলে আনবো বন্দীমুক্তির গান
তখন সমস্ত হাত মিছিলের দিকে
ওগো আমাদের এ জন্মের নিঃস্তব্ধ ড্রয়ার আর
হিপ্ পকেটের শাদা কাগজ তোমরা উড়াল দিও
আর ভুলে যেও এইসব আঁতোয়ানেৎ ঋতুদের
এক ঘেয়ে গিলোটিন উৎসব --

দীপঙ্কর দত্ত-র দুটি কবিতা

বেনিফিট অফ ডাউট

পার্ভতী রাও 1992 ব্যাচ   চোখ আইসি কাপ্পুচিনো   টল ল্যাঙ্কি সিঙ্গল মাদার
ইল্যাং ইল্যাং তাহিতিয়ান ভ্যানিলা ম্যাসাজের সময় আমার উপুড় ডেড বডি
একবার ক্যামেরা হাতড়েছিলো তারপর বুকির ফোন এলো আর এখন
হট এয়ার বেলুন টিলটেড নারকেল প্রাংশুর ওপিঠে সূর্য গণগণে হওয়ার আগে
উড়ান আছড়ে পড়ছে জলের তবাহি বিঘাতে --

এমনই কাকভোর নুঙ্গমবক্কম খরিদ-ফরোশ
ওর হাত ধরে স্পাইরাল পিছদুয়ার যখন ছুটতে শুরু করি

গেম বাজানোর জন্য গোটা একটা গিরোহ পিছনে ঝাঁক ঝাঁক বুলেট
পথে ওর মিসক্যারেজ হয়। দু বছর পর কৌঁশুলির তোতা বলছে ফোর্সড অ্যাবরশন !
মোজা পরানোর ভঙ্গীতে ও কীভাবে কন্ডোম পরিয়ে দেয় আর লোধ্র রেণুরা
দুহাতে আঠালো হয়ে ওঠে -- স্রেফ এই দৃশ্যটুকু শ্যুট করেছিলাম
যার এম এম এস এখন হিট করছে আপনার স্মার্ট স্যামসঙ --
পার্ভতীকে স্ট্র্যাঙ্গুলেট করার আগে
একটা ওল্ড জ্যামাইকান রেড ওয়াইনের বটল থেকে আমরা ছোট ছোট দুটো খেলাম
দ্যাখো স্প্লিটসভিলায় তোমার লাগানো বনসাই রডোডেনড্রনে আজ ফুল এসেছে
মালিকে বলবো টবশুদ্ধ তোমার গাড়িতে তুলে দিতে ?
এটাই বা ফেলে যাবে ক্যানো ?
ওকে, কুল, আমি পূর্বাপর সব ভুলে যাচ্ছি পারো
গুরশরণ আর সতপাল সিং কে যখন চৌপালে পিটিয়ে পুড়িয়ে মারা হচ্ছিলো তখন তুমি
কতটা কাছ থেকে সজ্জন মানুষটিকে দেখেছিলে উস্কানি দিতে ?
গবাহি দেবে ? আমি চাইনা আল্টিমেটলি বেনিফিট অফ ডাউট হোক !

সেদিন স্ট্রিটলাইট ছিলোনা, আমি শুধু চিৎকার শুনেছি, কিচ্ছু দেখিনি --

ডার্লিং কাম অন, দুপুর দুটোর ইনসিডেন্ট এটা, তুমি নিজে বলেছ আমাকে !

ফ্লাইট মিস হয়ে যাবে এবার আমি উঠি কেমন !

কর্ডরা ভোকাল হলে চিরপিংয়ের লিপ-লকড ব্রেইল লিপিরা ভেন্য হয়
বাবুই নীড়ের মতো সম্ভ্রান্ত একেকটি গ্রীবা রোদ্দুরে ঝুলতে থাকে নাইলন ফাঁসে
তারপর একদিন সন্ধ্যা হয়, কাল্পনিক এফ আই আর লিখতে লিখতে ঘুমিয়ে পরে আততায়ী
জ্যোৎস্নার স্লেজপথের বীম-রাইজোমের নিচে
লাউঞ্জের মৃত গাছগুলির সঙ্গে ছিনাঝাপটি খ্যালে সমুদ্র হাওয়া
স্নিফার ককার-স্প্যানিয়েলেরা থাবায় আঁচড় কাটেনা
গোড়ার আলগা মাটির নিচে লাশগুলি ভেটকে ওঠে কৃমিকীট দখল-আন্দাজে --

নিক্কণ

মাইল মাইল ঝাঁকা মেঘমুটেদের কাতার ও তাদের সিঁদূরে তনহাইয়ার
ড্রিপ ড্রপ সিপেজ বাজছে পায়েলের ন্যাগিং পদঘুঙরু
অ্যালকোহল ওঠ ছুঁড়ি তোর মুকুট কিনছে শপঅ্যাহলিক
পায়েল স্ট্রাগলিং মডেল
স্বয়ারোভস্কি আউটফিটের ওয়ার্ডরোব ম্যালফাংশনকে
কোল্যাটেরাল ড্যামেজ ধরে এগোয় হৃদ
উইন্ডোজ ৮ ডাউনলোডের সময় পায়েলের কাঁচপোকারা
ল্যাহঙ্গার ঝুল-এ পা বেজে চার ভারসন তলিয়ে গিয়ে টি দেয়
সূঁচেরা এফোঁড় বিঁধে পালটি ব্রেস্ট স্ট্রোকে ফিরে আসে ফলে ক্ষতমুখ ওফোঁড় জুড়ছে
হৃদের জিভ ডগার ক্রিস ক্রস স্যালাইভার সরবিটট্রেট সেলাইকল

লিস্টেরিন গার্গলের সময় ক্যাথিটারের খানিক চিরণদাঁত খসে গেলে
সোনালী পাউচগুলি লোহিত রেতকণিকায় রোদ পোহানোর অছিলায়
রক্তমুত্রের ডারউইন চিকচিক করে --
হৃদের শুকরা এখন অ্যাসিড অ্যাটাকের পর
বাল্বের টুকরো দিয়ে বনলতার চোখের মতো অচ্ছদ নীড় বাঁধে
আর গাছ পেঁচিয়ে পায়েলের র‍্যাটল রুনুরঝুনুর সাপ উঠছে শাবক সন্ধানে --

ইংরেজী কবিতা

ANURADHA GHOSH

Safe seeds

I know the story of this yellow wind
The centre of a spiral, this inflamed thing,
Our dusks have never been quite as meticulous.
Talk about meetings: light and half-light seated front-to-front

Across a square table, red-checked cloth starched and cheery
This is what dying is all about.

Perhaps one should blame the river, this steep divide
This cliff of water, blocking the proliferating dead-
Sprinkling our tables with safe seeds that'll sprout for breakfast
While wet fairytales invade us
And queer plants grow all over our grounds-
We don't call them weeds these days.

Music

I'm still as a stone, and quite as colourblind
Wouldn't know when you wag greenness against my cheek,
Or paint little red diamonds all the way down my spine-
I have an afterlife anyway:
So I'll have leave to sing of the broken plane
And the quivering stream of luggage that dropped into freedom

I'd sing this on a rainy winter night, sometime after
You die- maybe a week after, maybe less,
Rambling on and on about nine fingers, tightly interlocked-
And the little one, truthfully, asleep-
I'd gather around me so many kinds of death
That it would make fine music

AMRITA NILANJANA

Kill the lunatic

The lunatic fell from the skies,
Into a night
Where men turned in their dreams
And leery women slammed doors,
Climbed as he did down a hill-top
And walked naked like a new-born,
His arms were thunder, his hair
A meteor’s tail,
His eyes were given by a magpie,
He walked quietly, with a heart
He didn’t know was torn.

The lunatic paused, as harvest sang
He couldn’t tell a butterfly from a demon,
His infant, twined heart would not grow
In thirst the lunatic would drink
From an ancient wild trough,
Walked upon dry twigs and sunk nails,
His wake was bloody and hollow,
A child feels no pain,
But the wolves would still follow

Men with their parted hair
Smoked pipes under their warm whiskers,
Drank from a jar in the night,

Cuddled in squeals of laughter,
And made love to surmise the time,
Between the bed and the blanket they fell,
They heard the distant howls,
In the wild
Where night never stopped,
Nobody wanted to find a naked child

The lunatic looked at the Moon
With a thorn in his throat,
The lunar light fell on his face
He was lunar in a way
He led the Sun, the Moon and the broken platoon,
He was a lunatic every day
The Nightjar flapped its wings,
And sat on his head,
Took the thorn in its beak
Holding it silent and dead

Flickers danced on window panes
As he passed by the Inn,
The frost melted as they rubbed it clean,
The child walked alone, in the middle of the night
The child walked alone, bereft of fright
His heart was in his eyes
And his eyes in his head
They didn’t love any stranger,
They rushed with a frown,

Saying sham prayers they asked,
When did the forest come to town?

The lunatic is a forest
Deep green, dark and
Topped by a tree
In the trunk he held
A knife that went in free,
A child never feels pain
And a lunatic will never crawl again
Half-closed eyes and breath upon breath,
He was chosen to peddle
Innocent love into death

অনুবাদ কবিতা

ALLEN GINSBERG: SUNFLOWER SUTRA

অনুবাদ: দিলীপ ফৌজদার
সূর্যমুখী খেই

হাঁটতে হাঁটতে সেই ক্যানেস্তারার কলাঘাটা - তার পাটাতন ঘেঁসে ঘেঁসে বসলাম এসে দক্ষিণ প্যাসিফিকের
বিশাল এক রেল এঞ্জিনের ছায়ায়, মুখোমুখি বাক্সো বাক্সো ঘর সাজানো শৈলটিলায় সূর্যাস্ত দেখব - কাঁদবোও

জ্যাক্ কেরুয়াক্ পাশে বসল একটা ছটফটে জং ধরা খুঁটির ওপর জেল্লাহীন আর দুঃখ মাখা চোখে। বন্ধু।
দুজনেই আত্মা সম্পর্কে একই ভাবনা ভাবি। চারপাশে জটিল ধাতব শেকরেরা ; গাছেদের, মেশিনপত্রের

নদীর তৈলাক্ত জলে লাল আকাশের আয়না, সূর্য শেষমেষ ডুবে গেল ফ্রিস্কো চূড়ার মাথায়, ওই স্রোতে কোন মাছ নেই, ঐ পাহাড়গুলোয় কোন মুনি নেই, নদীতীরে শুধু আমরা, পিঁচুটিচোখো, দাঁড়ালাম এসে বাতিল বুড়োদের মতো ক্লান্ত আর মতলববাজ

'সূর্যমুখীর দিকে তাকাও' ও বলল, সেখানে - আকাশের আয়নায় এক মৃত, ধূসর ছায়া - মানুষের সমান বড়ো।
শুকনো প্রাচীন এক করাতগুঁড়োর স্তুপে বসে থাকা আমি পুলকে লাফিয়ে উঠি ; ওটা ছিল আমার প্রথম দেখা সূর্যমুখী;
মনে পড়ে গেল ব্লেক, হার্লেমের স্মৃতি এলো

আর পূবমুখী নদীদের নরক সেতুদের ক্যাঁচোরম্যাচোর ঢাবার কাটতি পাওয়া পাওভাজি-পকোড়াদের মতন আবর্জনা হয়ে যাওয়া বাচ্চা বহনের ঠ্যালা, ঘসে যাওয়া বিস্মৃত কালো টায়ারেরা যারা কোনদিনও আর পরবে না রবারের পরত, নদীতীরের কবিতাটি, কনডোম আর গাঁজা, ইস্পাতের ছুরি - সবকিছুতেই মরচে পড়া শুধু নরম কাদায় ডুবে থাকা প্রাচীন ক্ষুরধার শিল্পকৃতিরা - অতীতে মিলিয়ে যাচ্ছে
এবং সূর্য্যাস্তের বিপরীতে স্তবকের সূর্যমুখী, পাঁশুটে, ফাটলধরা, রিক্ত, ওর চোখে পড়েছে প্রাচীন বাস্প এঞ্জিনের ধোঁয়া

নিবে আসা দাঁড়ায় কেশরগুলি হেলে পড়া আর আক্রান্ত মুকুটের মতো ভাঙা, বীজগুলি তার মুখমণ্ডল থেকে খসে পড়ছে মনে হচ্ছে রোদের এই ঝলমলে চেহারা থেকে খসে পড়ছে তার দাঁতগুলিও সূর্যরশ্মি মুছে দিয়েছে ওর রোমশ মাথা যেন একটা শুকোনো মাকড়জালির তার

পাতার মেলা দু বাহুর মতো যেমন কান্ড থেকে বেরোয় শাখারা ইশারা পাঠাচ্ছে করাতগুঁড়ো শেকড়ের থেকে, ক্ষয়া আস্তরনের ভাঙা টুকরোরা খসে পড়েছে সজুজা শাখা থেকে তার জোড়নে একটা মরা মাছি

তোমাকে দেখাচ্ছিল অপবিত্র পেটোনো বুড়ো মাল একটা, আমার সূর্যমুখী, আমার আত্মা, তখন তোমাকে ভালবাসলাম !

এই গাদ কোনো মানুষের গাদ ছিলনা - মৃত্যুর আর বাস্পএঞ্জিন হয়ে যাওয়া মানুষের, ঐ সমস্ত ধুলোর আস্তর, ঐ অন্ধকার হয়ে আসা ঘুজ্মটের ত্বক ঐ রেললাইনের, তার ঐ ধোঁয়াসামাখা গাল, চোখের মণির কালো যাতনা, ঐ ঝুলমাখা হাত অথবা পুরুষাঙ্গ অথবা ফুলে ওঠা, নকলী নোংরা-থেকেও-বাজে - যন্ত্রজ - হালফ্যাশনের - সেই সমস্ত সভ্যতা যা আঙুল তুলে দেখিয়ে যায় তোমার ক্ষ্যাপা জেদকে যা তোমার মাথার সোনালী মুকুট

আর ওই আবছা ভাবনাগুলি - মৃত্যুর, আর ধুলোময়, ভালোবাসাহীন চোখ আর সংকুলান আর তলাকার লোনালাগা শেকরেরা, গৃহস্থে জমিয়ে রাখা বালি ও করাতগুঁড়োর স্তুপে স্থিতিস্থাপক ডলার-নোট, যন্ত্রপাতির ত্বক ক্রন্দসী কেশো গাড়িদের রোখ আর হিম্মত, পরিত্যক্ত, একা, ক্যানেস্তারাদের বেরিয়ে থাকা, জংধরা জিভে লকলক ; কত বলব ; ছাইয়ের ধোঁয়া বেরোন লিঙ্গ চুরুট হাতঠ্যালাদের যোনী ত্রিকোণ মোটরগাড়িদের দুধেল স্তন চেয়ার থেকে বেরিয়ে আসা ক্ষয়া পাছাদের ডায়নামো পায়ুবিরোধ এই সকল জট বেঁধে তোমার মমিশেকড়ে আর ওখানের তুমি, আমার সূর্যমুখী, সূর্যাস্তে, তোমার সব মহিমা তোমার নিজেরই আদল।
একটা সূর্যমুখীর পরিপূর্ণ সৌন্দর্য একটা সত্যিকারের অসাধারণ ভালবাসাময় সূর্যমুখী অস্তিত্ব ! একটা মিষ্টি সহজ চাওয়ার মস্তি পূর্ণিমা, সূর্যাস্তের ছায়ায় জীবিত জেগে ওঠার পর পুলকে আঁকড়ান সূর্যোদয়ের সোনালী প্রতিমাসের বহতি হাওয়া !

কতগুলো মাছি ভাঁইভাঁই করে যায় তোমার আশেপাশে যারা তোমার মল এর ব্যাপারে মাসুম, এদিকে তুমি বিস্তর শাপান্ত করো স্বর্গীয় রেলরাস্তা আর নিজের ফুল ফুল আত্মাকে

বেচারী মরা ফুল ! কোন ক্ষণে তুমি ভুলে গেছিলে যে তুমি একটা ফুল ? কখন তুমি নিজের ত্বকের দিকে তাকালে আর ভেবে নিলে তুমি একটা খোজা নোংরা বুড়ো বাস্পকল ! একটা বাস্পকলের ভূত ? কখনো শক্তিমান ছিলে এমন একটা অশরীরী ছায়ার ক্ষ্যাপা মার্কিন বাস্পএঞ্জিন ?

না সূর্যমুখী, তুমি কক্ষনো কোনদিন বাস্পএঞ্জিন ছিলে না, তুমি তো সূর্যমুখী !
আর তুমি বাস্পএঞ্জিন, তুমি বাস্পএঞ্জিনই, আমাকে ভুলোনা কখনো !

তাই আঁকড়ে ধরি এই কঙ্কালসার সূর্যমুখী আর পাশে ধরি বেটনের মতো,
আর নিজের আত্মাকেই প্রবচন দিই, আর জ্যাক এর আত্মাকেও, আর অপর যে শোনে তাকেও,

-- আমরা আপন ময়লার ত্বক নই, আমরা নই আপন ভয়ংকর অসার ধুলিধূসর মূর্তিহীন বাস্পকল, ভেতরে ভেতরে আমরা সবাই সুন্দর স্বর্ণালী সূর্যমুখী, আপন বীজেরই আশীর্বাদধন্য নগ্ন রোমশ সত্ত্বা সূর্যাস্তে যা বদলে গেছে ক্ষ্যাপা ধূসর পোশাকী সূর্যমুখীতে আপন দৃষ্টিরই সন্দেহে দগ্ধ এই নদীতটে ক্ষ্যাপা বাস্পএঞ্জিনের ছায়ায় সূর্যাস্ত ফ্রিস্কোপাহাড় ক্যানেস্তারা সন্ধ্যাকালীন বসে পড়া অন্তর্দৃষ্টি

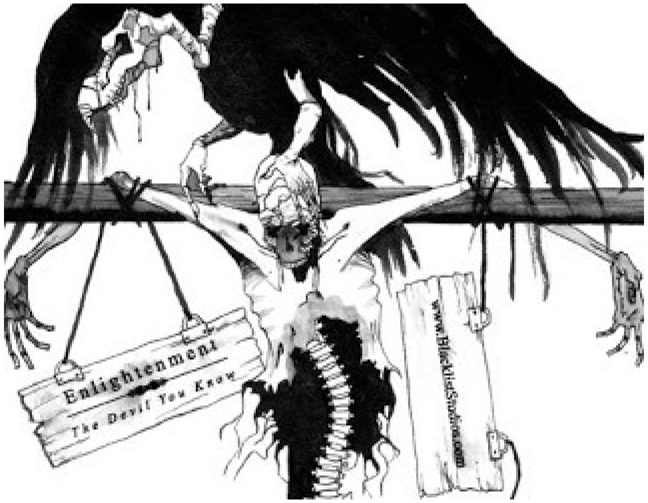

আমাদের ওয়েব ম্যাগাজিন শূন্যকাল সম্পর্কে আপনার মতামত জানান

নাম

ই-মেল

মোবাইল

মতামত

Submit

ইনবক্স

Thnx...and best wishes for "SHUNYAKAAL"..
Dilip Majumdar

Dear Dipankar, Fata-fati case korechho ostad. Chokh juriye gelo er sajjay. kee asadharan er alankaran. Aar kobita jham-jham korchhe tari taale, athoba reverse. Shunyakaal Ashimkaal ke bodhhay ebhabei ekdin chuNye felbe pray. Pray sab porichito kobi, ekatha thik, kintu tomar Shunyakaal e jeno taNrao dhara porlo bhinya matray. Gadyo-o sathik samayer proayg. Sabas. Egiye chalo. Charaibeti. Aamio roilam, jekhane thakte bolbe, baa pashe. Shunyakaal er Dipankar Atish hoye uthuk......Jayatu bhaba

Umapada Kar

আপনাদের ওয়েবজিনটি দেখলাম। খুব সুন্দর হয়েছে। আরো সমৃদ্ধি কামনা করি। শুভেচ্ছা।

ইন্দ্রানী সেনগুপ্ত

---

http://www.washingtonbanglaradio.com/content/54728413-shunyakaal-bengali-online-magazine-2nd-issue-published

Thanks

Supratim
WBRi

প্রিয় দীপঙ্কর দত্ত,

আপনার ইমেইলের জন্য ধন্যবাদ। ইউকেবেঙ্গলি শূন্যকাল ম্যাগাজিনের সাফল্য কামনা করছে।

শুভেচ্ছাসহ,

আরিফ রহমান

ukbengali
Since 2004
46a Greatorex Street
London E1 5NP

---

j kabitar sange nejake..nejar bhabna ke jorea rekhechi...prachalito pather bepratipe chole bhasa o bhabna k natun bhabe nejar ami'r sange melea dekhechi...sae samostho sahojatri-bandhuder ekhane dekhte peye bhalo laaglo...kabita konta kemon laaglo e'khoney ta bolte chai na...kebol chai ae uddoger samil hothe...ar tumul anander mouno mukhorotae bhese jete....prachur katha ar lekhar adda hobe...ae asae...
pradip chakraborty

Dipankar,
gato sankhati khub bhalo legeche, jathesto bhebe cinte o hriday diye kara. etio saggrohe porbo.

Trishna Basak

---

very nice .... let it be continued

bipul bishwash

---

khub bhalo laglo amar kobita gulo chhapar okhwore dekhe. eta amar jonnyo khub onupreronadayok. ar puro magazine ta oshadharon. purota ekhono pora hoini kntu shighroi pore uthbo.
iti
binito
abhishek ray

---

apnader potrika bhalo laglo. shubhechhante
Dipesh Chakrabarty Chicago

A lot of thanks
Shamal Roy

---

barindar simulvasano bataslaga kabita porlam. ranjaner kabita puro jibanmukhi. goutam, deepankar, ogni, pranab eder pratyeker kabita mataltarani........ aloker kabita pirate der steamer bisesh. deepankar prathame bharatiya tarpar bangali............ amar kabita eder modhye ki korche .... yappy
Debjani Bosu

দীপঙ্কর,

খুব ভালো মানের ও সময়োপযোগী হয়েছে শূন্যকালের এই সংখ্যাটা।
আমার সদ্য প্রকাশিত লেখার প্রতিলিপি পাঠালাম।

শুভেচ্ছা সহ,

উদয় নারায়ন সিংহ

Professor, Rabindra Bhavana,
Visva-Bharati (University),
Santiniketan 731235 West Bengal

SHUNYAKAAL WELL ATTEMPTED BENGALI E MAGAZIN. A PLACE FOR CULTIVATING BENGALI POEMS.
MRINAL MANDAL

---

may sonkhar bisoy nirbachner tarif kore ektai kotha bala jay, kobira kono somaj bohirvuta prani noy. sabbas vai sabbas. banglar baire kota bangali chetonar ei maan dhore rekheche jene valo laglo. annadashankar er kothai biswe to ektai bangali, sei bangali kobi Nazruler kobitar anubad pathalam. sobai na hole tomra kojon podo:
GIASUDDIN DALAL

সুধী শুন্যকাল,

২৫শে বৈশাখের পুণ্য সকালে যখন প্রানের উষ্ণীষে আরও একবার আমাদের প্রাণপুরুষ রবি ঠাকুরের শুভ জন্মদিনের বোধন হল; সেইদিনেই এসে পৌঁছল তোমারও দ্বিতীয় জন্মদিনের খবর। মন থেকে একটা কথাই বলেছি তখন, "একি গভীর বানী এল"। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর তুমি আবার এলে। তোমার সাথে আমার হৃদয়ের একটা বন্ধনহীন গ্রন্থি বুঝি সে

ই সূচনালগ্নেই গড়ে উঠেছে।বিশ্বাস ছিল আমার শুন্যকাল আবার কিছু গনগনে আঁচ ছড়িয়ে দেবে মনের অতলে। স্বীকার করি এবারও তুমি জিতে নিয়েছ আমারভালোবাসা। কলমের মাধ্যমে আমার অগ্রজ কবিরা যে ভাবে জেহাদ ঘোষণা করেছেন , তা শিক্ষণীয় এবং ঈর্ষা করার মতো। প্রত্যেককবিই খুব ভাল, তাই আলাদা করে কারোর নাম করছি না। তুমি আমার ভালোবাসা নিও শুন্যকাল। আর এভাবেই আরও অনেকজন্ম তোমার সার্থক হোক। শেষে বলি,

"আমার মুখের কথা তোমার নাম দিয়ে দাও ধুয়ে/আমার নীরবতায় তোমার নামটি রাখোথুয়ে। তোমার আগামীর পথ চলায় পাশেই আছি। ভালো থেকো আমার প্রিয় শুন্যকাল।

পায়েলী ধর

---

sujoneshu,
bah ! khub valo kaj...r o sundor hok shunyakaal.
suvechchha
snehasis pal

পড়লাম। খুব ভালো লাগলো।

পঙ্কজ ধর চৌধুরী

Priya,
Deepankar da,
Bhalobasha neben. Apanar 'SHUNYAKAAL 2ND ISSUE' dekhlam. Khub bhalo laglo. Etodin kaje basto thaker janya Mail dekha hoine. Apanara sakole bhalo thakun.Bhalo likhun. Aar amra KOBITA pore ananda pai.Porer issue-r apekhai railam.

Nomaskarante

TAPAN DAS, KATWA
BURDWAN, WEST BENGAL

Anek dhannyobad Dipankar Shunnyokaler link share korbar jonnyo. Besh kichhudin ei mailtay dhoka hoy ni, tai derite dekhlam.

Valo thako sabai,
Shuvechha saho
Pranab chakraborty